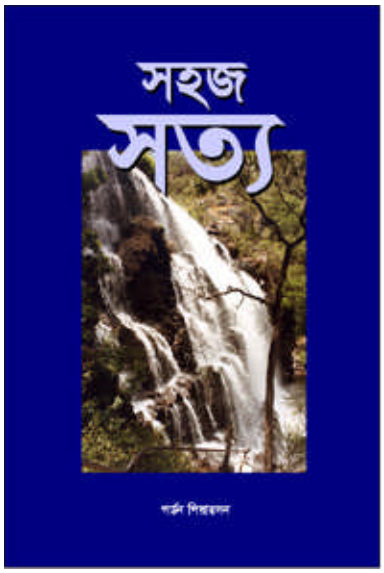

সহজ সত্য

পৃথিবী নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি রূপরেখা

গর্ডন পিয়ারসন

পুরাতন নিয়মে সুসমাচার-

“সুসমাচার” সম্পর্কে অনেকে যে বিশ্বাস প্রকাশ করেন তা রীতিমত আশ্চর্য্যের ব্যাপার । এমন কি ‘সুসমাচার কি’ - এই প্রশ্ন করলে অনেকে গোছানো ও যুক্তিসংগত কোন উত্তর দিতে পারে না । আবার অনেকে হয়ত এমন উত্তর দেয় যে, “এটি যীশুর সুসমাচার” কিংবা এটি আসলে নুতন নিয়ম, কিংবা এমন কোন অচল উত্তর।

যখন তাদের কাছে এই প্রশ্ন করা হয়, যীশু খ্রীষ্ট আসবার আগে কখন এটি প্রচার করা হয়েছিল ? অধিকাংশের উত্তরই প্রায় এমনটি হয়ে থাকে - “না, যীশু আসবার পরেই এটি প্রচার করা হয়” । আবার অনেকে মনে করেন যে, এটি সেই মতবাদগত সুখবর যা, পুরাতন নিয়মকে ছাড়িয়ে গেছে বা এর থেকেও বড় বিষয় এবং পুরাতন নিয়মের সাথে এই সুসমাচারের কোন সম্পর্ক নাই । যেহেতু প্রায় সকল লোকই এ ব্যাপারে একমত যে, সুসমাচার সম্পর্কিত সঠিক সকল তথ্য নতুন নিয়মে পাওয়া যায় বলেই এ সম্পর্কিত আসল সত্যটি খুঁজে বের করার জন্য নতুন নিয়ম থেকেই তার অনুসন্ধান শুরু করা উচিত ।

প্রেরিত পৌল গালাতীয় বিশ্বাসীদের এই কথা বলেন, যারা মোশীর আইনের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে অন্যদের দ্বারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছিল (গালাতীয় ৩ঃ৬-৯) যেমন

“অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন, আর তাহাই তাহার পক্ষে ধার্মিকতা বলিয়া গনিত হইল”। “অতএব জানিও, যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারাই অব্রাহামের সন্তান । আর বিশ্বাস হেতু ঈশ্বর পরজাতিদিগকে ধার্মিক গননা করেন, শাস্ত্র ইহা অগ্রে দেখিয়া অব্রাহামের কাছে আগেই সুসমাচার প্রচার করিয়াছিল, যথা “তোমাতে সমস্ত জাতি আর্শীবাদ প্রাপ্ত হইবে” । অতএব যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী তাহারা বিশ্বাসে অব্রাহামের সহিত আর্শীবাদ প্রাপ্ত হয়”।

পৌল নিজেই পূর্বের এ সম্পর্কিত আলোচ্য ধারণাগুলি ত্যাগ করেছিলেন বলেই উপরোক্ত কথাটি বলতে পেরেছিলেন। তার কথায় সুনির্দিষ্ট তিনটি দিক আছে। যেমন-

১. খ্রীষ্টের জন্মেরও বহু শতাব্দী পূর্বে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছিল ।

২. সুসমাচার বলতে আমরা যাই বোঝাই না কেন, এটি বিশ্বের সকল জাতির জন্য আর্শীবাদ নিয়ে আসে ।

৩. যারা সুসমাচারে বিশ্বাস করবে, তারা অবশ্যই এটি বিশ্বাস করবে যে, তাদের আশীর্বাদ অবশ্যই অব্রাহামের আশীর্বাদের সাথে একসুত্রে গাঁথা । আর এ কারণেই যীশু ফরিশীদের কাছে নিজেই বলেছেন *"---- সেই স্থানে রোদন ও দন্ত ঘর্ষণ হইবে; তখন তোমরা দেখিবে, অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোব এবং ভাববাদী সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে রহিয়াছে, আর তোমাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে"* (লূক ১৩ঃ২৮) ।

এইভাবে সুসমাচার, অথবা ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত সুখবর বাস্তবে এই অর্থ প্রকাশ করে যে, পুরাতন নিয়মের উত্তম বিশ্বাসী বা ভাল লোকেরাও এই মহান আশীর্বাদের অংশীদার হবে । সেই ঐশ্বরাজ্য এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক যেখানে শ্রমজীবি মানুষের মাঝে রয়েছে শোষণ-বৈষম্য যেন তারা সেই রাজ্যের গুরুত্ব বুঝতে পারে ও তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে, আর এভাবে যেন ঐশ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ।

তাহলে গালাতীয় পত্রে প্রেরিত পৌলের কথাগুলিতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পৌল পুরাতন নিয়মের কোন অংশের উপর ভিত্তি করে কথাটি বলেছিলেন তা যাচাই করা প্রয়োজন ।

আদিপুস্তকের ১২ অধ্যায়টিতে দেখা যায়, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অব্রাহামকে ঈশ্বর আহ্বান জানিয়েছেন । প্রথম পদটিতেই এ সম্পর্কে কথোপকথন রয়েছে, যেখানে অব্রাহামকে বলা হয়েছে-

" ---- তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও পৈতৃক বাটি ত্যাগ করিয়া আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল । আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আঁকর হইবে । যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে তাহাকে আমি অভিশাপ দিব; ***এবং তোমাতে ভূমন্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে*** *"* (আদিপুস্তক ১২ঃ১-৩) ।

পৌল যখন গালাতীয় বিশ্বাসীদের কাছে প্রচার করছিলেন যে, সুসমাচার প্রচার বলতে আসলে কি বোঝায় তখন তিনি একই প্রতিজ্ঞার কথা উলেখ করেছেন ।প্রকৃত পক্ষে পৌল বলেন, **এটাই সুসমাচার** ।

সে যাইহোক, ঈশ্বর কখনই এটি পরিত্যাগ করেননি যে, আদি পুস্তকের সামগ্রিক বিষয়ই অব্রাহামের প্রতিজ্ঞার দিকে পরিচালিত (আদিপুস্তক ১২ঃ ১-৪) এবং ক্রমশ এর পরিপূর্ণতার উপায় ও বৈশিষ্ট্য সমূহ ব্যাপক পরিধি লাভ করতে থাকে । বাস্তবিক পক্ষে, বাইবেলের সব কিছুই এ প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত যে, এই পৃথিবীর জন্য ও তাঁর সমগ্র সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে মানব জাতির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি ?

অব্রাহামের কাছে কেন এই মহান প্রতিজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছিল, তা বোঝার জন্য আমাদের বাইবেলের শুরুর দিকে যাওয়া প্রয়োজন । এটা অনিবার্য যে, পৃথিবীর উপরিস্থ মানব জাতির আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়ার ভঙ্গুর অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়োজন ছিল । তা না হলে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার আবশ্যকতা ছিল না । তাহলে কি সমস্যা হয়েছিল এই প্রতিজ্ঞাকে কেন্দ্র করে ?

এ পর্যায়ে সত্য উপলব্ধির জন্য এর অনুসন্ধানকারীদের হয়ত এটি বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, কোন্‌পবিত্র পুস্তকটির উপর ভিত্তি করে এই প্রতিজ্ঞাটি এসেছিল যে সেই বাইবেল আসলে ঈশ্বরের বাক্য । বাইবেল মানুষের জন্যই দেওয়া হয়েছিল যেন সে এটি বুঝতে পারে ও তার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে জানতে পারে এবং শেষকালে মানুষ তাঁর সাথে আশীর্বাদের নীচে বসবাসের জন্য যা যা করণীয় সে সম্পর্কে বুঝতে পারে (যিরমিয় ৯ঃ২৩-২৪ পদগুলি পড়ুন)।

এদোন উদ্যানে সুসমাচার

আদি পুস্তকে এ সম্পর্কে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা হচ্ছে - *"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন, তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল"* (আদিপুস্তক ২ঃ৭)।

ঈশ্বর এখানে তাঁর জীবিত আত্মা দিলেন, যা প্রাণবায়ু বা শ্বাস-প্রশ্বাস যার ফলে মানুষ জীবিত প্রাণী হয়েছে, কিন্তু এই আত্মা অমরণশীল বা মৃত্যুহীন আত্মা নয় । পরবর্তীতে এই শ্বাসবায়ু যখন নিয়ে যাওয়া হয় তখন মানুষ হয় মৃত । এখানে জটিলতার কোন অবকাশ নেই, তাই নয় কি ? এ বিষয়ে আরও গভীরে পড়াশুনা করতে থাকলে তখন বিষয়টি একটু পরিস্কার হয়ে উঠে । আসুন এর পরবর্তী প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আমরা একটু জানতে চেষ্টাকরি, ঈশ্বর প্রথম মানুষকে একটি থাকবার জায়গা দিলেন, সেটি এদোন উদ্যান । ঈশ্বর তাকে একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও তার সকল কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি 'আইন' দিলেন । সর্বোপরি ঈশ্বরই সবকিছু সৃষ্টি করলেন ও সবই তার নিজের জিনিষ, সেগুলি মানুষকেই সাজিয়ে তোলার জন্য ও তাকেই সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য ।

এই বাগানে সব কিছুই ছিল *"---- ঈশ্বর ভূমি হইতে সর্ব জাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য-দায়ক বৃক্ষ, এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ ও সদ্‌সদ্ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ, উৎপন্ন করিলেন"* (আদিপুস্তক ২ঃ৯) । ঈশ্বরের এই নির্দেশগুলি ছিল সহজ সরল ও অত্যন্ত পরিস্কার, এগুলি বোঝা কঠিন কিছু নয় এবং তা পালন করাও কঠিন কিছু নয় । আর সেগুলি হচ্ছে -

১. আদমের এগুলি রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব ছিল

২. আদমের এগুলি রক্ষা বা যত্ন করার দায়িত্ব ছিল

৩. আদম এসব গাছের সবগুলির ফলই খেতে পারবে শুধু একটি ছাড়া

" ---- তুমি (আদম) এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বাচ্ছন্দে ভোজন করিও; কিন্তু সদ্‌সদ্ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যেদিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে" (আদিপুস্তক ২ঃ১৬-১৭) ।

সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে, খুব সাধারণ একটি আইনের প্রতি বাধ্যতা চাওয়া হয়েছে ।

বাধ্য থাকো ও জীবিত থাকো, অবাধ্য হলে মারা যাবে ।

পরবর্তীতে বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর যে মানবকে সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে । ঈশ্বর তার গভীর সহানুভূতি ও প্রজ্ঞার অন্তর দিয়ে দেখলেন যে, এই মানব এর একজন সঙ্গীর প্রয়োজন রয়েছে এবং আদমকে তৎক্ষনাৎ দ্বিতীয় একজন মানব সৃষ্টি করে দেওয়া হল । সেটি সৃষ্টি করা হল প্রথম মানব আদম, তার নিজের দেহ থেকেই এবং তাহল এক নারী, যিনি 'হবা' ।

এটা পরিস্কার যে, আদম তৎক্ষনাৎ এ বিষয়টি ভুলে যাননি যে, তিনি আইনের অবাধ্যতার অধীনস্থ হয়ে পড়েছিলেন, যার ফলে মৃত্যু অনিবার্য আসবে । এ কারণে অবশ্যই হবাকে তা তিনি বুঝিয়ে বলেছিলেন এবং হবার মনের উপর এই প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, নিষেধ করা সদ্‌সদ্ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল অবশ্যই থাকবে, তার ফল খাওয়া যাবেনা এবং খেলে ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে । এখানে বর্ণিত ঘটনাটি পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে - *"সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা খল ছিল । সে ঐ নারীকে কহিল, ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা ঐ উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না? নারী সর্পকে কহিলেন, আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের ফল খাইতে পারি; কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে, তাহার ফলের বিষয়ে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তোমরা ভোজন করিও না, স্পর্শও করিও না, করিলেই মরিবে"* (আদি ৩ঃ ২-৩)।

এরপর আসে মানবজাতির প্রথম মিথ্যা কথাটি - *"তখন সর্প নারীকে কহিল কোনক্রমে মরিবে না ; কেননা ঈশ্বর জানেন যেদিন তোমরা তাহা খাইবে, সেইদিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ্য হইয়া সদ্‌সদ্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে"* (আদি পুস্তক ৩ঃ৪ -৫) ।

এমনকি আজও পযর্ন্ত মানুষ বলছে যে, *"আমরা নিশ্চিতভাবেই মারা যাব না"* । অনেক লোক এই ধরণের চিন্তা করে আসছে । মানুষ সব সময় এটা বিশ্বাস করতে চেয়েছে যে, সে অমরণশীল বা মৃত্যুহীন । তার চিন্তা এই, দেহ হয়ত মারা যায় ও ধুলায় মিশে যায় কিন্তু যাকে 'আত্মা' বলা হয় সেটি অবিনশ্বর, অনন্তকাল ধরে থাকে । মানুষ নিজের মনগড়া এই বিশ্বাস নিয়েই থাকতে চায় - কিন্তু ঈশ্বর কখনই তাদের একথা বলেননি । ঈশ্বর বলেছিলেন, মানুষের ছিল একটি জীবন্ত আত্মা এবং ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার ফলে তার আত্মা থেকে সেই জীবন নিয়ে নেওয়া হবে এবং সে মারা যাবে । অবশ্যই ঈশ্বর তার কাছে যা বলেছিলেন তার সবটুকু বলা হয়নি এখানে । পরে ঈশ্বর আরও বললেন যে, তারা সারা জীবনের জন্যই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তার পরিচর্য্যা কাজ করার সময় এটি আবার শুরু করেন ।

আমরা দেখেছি যে, আদিপুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় থেকেই সুসমাচারের শুরু হয় - আর তা বিপথগামী মানুষের জন্য সুখবর ।

এটা পরিষ্কার ভাবে সবারই জানা যে, সেই নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবার জন্য এবং তার স্বামীকেও এটি খাওয়াবার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য শয়তান সাপ হবাকে যথেষ্ট যুক্তি দেখিয়েছিল ।

তাদের এই প্রথম পাপ কাজের পর তাদের জ্ঞানবুদ্ধিতে যেসব পরিবর্তন এসেছিল তার মধ্যে একটি বিষয় নিশ্চিতঃ তা হচ্ছে তারা তাদের দৈহিক গঠনের পার্থক্য সম্পর্কে প্রথম সচেতন হল এবং এই কারণে তারা তাদের দেহ যা দিয়ে সম্ভব তাই দিয়ে আবৃত করার চেষ্টা করল । আমরা ঘটনার মাধ্যমে দেখতে পাই তারা আগে যা পড়েনি সেটা এখন তারা পড়ছে । তারপর তারা যখন ঈশ্বরের সামনে এলো তাদের পাপ কাজের জন্য ঈশ্বর তাদেরকে দোষারোপ করলেন, কিন্তু তারা একজন আর একজনকে দোষারোপ করতে লাগল । পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদের যার যা দায়িত্ব সেই অনুসারে তাঁর বিচারের শাস্তি প্রকাশ করলেন ।

প্রথমত শয়তান সর্প - সে জঙ্গলের একটি প্রাণী, কখনই অতিপ্রাকৃতিক কোন সত্ত্বা ছিল না । এই উভচর প্রাণীকে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর বুকে ভর দিয়ে চলা প্রাণীতে পরিণত করা হল, যা বংশ পরম্পরায় একই ভাবে বংশবৃদ্ধি করে চলেছে এবং আজও পর্যন্ত তার সেই স্বভাবের প্রমান পাওয়া যায় । যাইহোক, এই প্রলোভনকারী, যাকে সর্বসময় এই নামেই ডাকা হয়, তাকে জগতের সমস্ত পাপ ও মন্দতার প্রতীক হিসাবে দেখানো হয় এবং সে আজও পর্যন্ত সকল মানুষকে একইভাবে প্রলোভনে সংক্রামিত করে আনছে ।

এরপরে সেই নারী, তাকে প্রথমে বলা হয় তার সকল বীজ, অর্থাৎ তার সন্তান সন্ততীরা সকলেই ঈশ্বর যে বিষয়ে সর্তকবানী বা শর্ত উলেখ করেছিলেন সেই শর্তের শাস্তিসমূহ (আদি৩ঃ১৬), তাদের ফল খাওয়ার মাধ্যমে সকলের উপর বর্তাবে । সেই গাছের ফলটির *"ভাল ও মন্দ জ্ঞান"* তার সকল বংশধরদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে থাকবে । কিন্তু দ্বিতীয়ত, তার গর্ভেই কোন এক সময় একটি সন্তান বা বীজ জন্ম গ্রহন করবে, যে এই সমস্যার সমাধান করবে ও পাপের এই অভিশাপ থেকে সবাইকে রক্ষা করবে । লক্ষ্য করুন আদি ৩ঃ১৫ পদে কিভাবে তা প্রকাশ করা হয়েছে। সেই নারীর বীজ ও পাপের বীজের মাঝে চিরায়ত দ্বন্দ্ব -সংঘাত লেগে থাকবে । এরই ফলশ্রুতিতে এক সময় পর্বতের উপরে সেই নারীর বীজ চূর্ণবিচূর্ণ হবে । এ কথার অর্থ হচ্ছে, সেই নারীর বীজ (অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি মাত্র বংশ) সাময়িকভাবে অক্ষম হবে । কিন্তু সেই নারীর বীজই এক সময় চিরস্থায়ী ভাবে শয়তানের বা পাপের মস্তক চূর্ণ করবে, যা সেই শয়তান বা সর্পের মৃত্যুদায়ী ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবে ।

এটাই হচ্ছে সেই প্রতিজ্ঞা, যা যীশুর মহান পুনরুত্থানের ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করে এবং যেটি যিশাইয় ২৫ঃ৮ পদে নিশ্চিত করা হয়েছে - *"তিনি মৃত্যুকে অনন্তকালের জন্য বিনষ্ট করিয়াছেন, ও প্রভু সদাপ্রভু সকলের চোখ হইতে চক্ষুর জল মুছিয়া দিবেন; এবং সমস্ত পৃথিবী হইতে আপন প্রজাদের দুর্ণাম দূর করিবেন; কারণ সদাপ্রভুই এই কথা কহিয়াছেন"*।

যিশাইয়ের এই কথাগুলো থেকে আমরা হবার উপর নেমে আসা দন্ডাদেশ ও অব্রাহামের প্রতিজ্ঞার মাঝে একটা সংযোগ দেখতে পাই । তার মাধ্যমে একটি বীজ বা বংশধরের কথা প্রকাশ করা হয়েছিল, যার মধ্যদিয়ে পৃথিবীর উপরের সমস্ত পরিবারের (সমস্ত জাতির) উপর আর্শীবাদ নেমে আসবে । সুতরাং যদিও অনেকে বলে থাকেন যে, পুরাতন নিয়মের সাথে সুসমাচারের কোন সংযোগ নাই, তবুও আমরা দেখি এখানে সত্যিকার একটি সংযোগ রয়েছে, যেটা দেখায় যে আদিপুস্তকের প্রথমদিকের অধ্যায়গুলিতে একটি সুসমাচার সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে । ঈশ্বরের এই ক্ষমাদানকারী ও পুনরুদ্ধারের স্বদিচ্ছার কথাটি পৌলের কথায় প্রকাশ পেয়েছে এভাবে, *"---- ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচারের পক্ষে স্বাক্ষ্য ----"* (প্রেরিত ২০ঃ২৪)।

আর এই উদ্ধার কাজটি আসবে হবারই একটি বীজের (বা বংশের) মধ্যদিয়ে । এইভাবে দেখা যাচ্ছে যদিও এটা সহজ হবে না কখনই, তবুও সেই প্রতিজ্ঞা পুরণের জন্য সন্তান বা বংশধর ধারণ সম্পর্কিত দন্ডাদেশটি ছিল অনিবার্য । ঈশ্বরের সৃষ্টির মাঝে 'ফিরতী পথচলা" কখনই সহজতর নয় । তবে হবার মাতৃত্ব ধারণের বাস্তবতা আজও পর্যন্ত প্রতিটি নারীর মাতৃত্ব গ্রহনের ক্ষেত্রে একই ভাবে প্রযোজ্য । মানুষ সে ব্যাপারে প্রভাবিত হতে প্রস্তুত থাকুক বা নাই থাকুক সম্পূর্ণটাই তার উপর নির্ভর করে।

পরিশেষে আমরা নর বা পুরুষ জাতির উপর দন্ডাদেশ সম্পর্কে দেখব ।

আদমকে সরাসরি বলা হয়েছিল এবং আদম হবার মাধ্যমে তার কাজের ফলশ্রুতিতে অবাধ্য প্রমানিত হয়েছিল । ঈশ্বরের আইন অমান্য করার জন্য শাস্তি স্বরূপ আদমকে বেঁচে থাকবার জন্য সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের দন্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল । অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়েছিল এমনকি ফসল উৎপাদনের ভূমিও অভিশপ্ত হয়েছিল । যার ফলে ভুমিতে সব সময় আগাছা জন্মাবে যেন তাকে ফসল উৎপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয় । যদি সে ঠিকমত কাজ বা পরিশ্রম না করে তবে সে খাবার পাবে না । চুড়ান্তভাবে আদম ও হবা মৃত্যুর দন্ডাদেশ দ্বারা দন্ডিত হয়েছিলেন । *"---- কেননা তুমি ধুলি, এবং ধুলিতে প্রতিগমন করিবে"* (আদি৩ঃ১৯) - সর্তকতার সাথে মৃত্যুও এই দন্ডাদেশটা নিয়ে চিন্তা করুন ।

আদমকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছিল প্রানবায়ুর নিঃশ্বাস তাকে জীবন্ত আত্মায় পরিণত করেছিল, এজন্য সেই যুক্তি সংগত কারণে যখন সেই প্রাণবায়ু নিয়ে যাওয়া হল তখন সে মৃত আত্মায় পরিণত হল । আর এভাবেই তার পরবর্তী সকল উত্তরসুরীদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য । আমাদের ভবিষ্যত জীবনে একমাত্র প্রত্যাশা নিহিত রয়েছে পুনরুত্থানের মধ্যে অথবা যারা বাইবেলের বাক্যে জীবন যাপন করে *"নিদ্রাগত হয়েছেন"* তাদের মধ্যে ।

আদম ও হবা যখন তাদের উলঙ্গতা সম্পর্কে সচেতন হল তখনই তারা ডুমুর গাছের পাতা দিয়ে দেহ আচ্ছাদন তৈরী করে তা পরল । তবে ঈশ্বর তাদের জন্য চিরস্থায়ী আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করলেন। *"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তাহার স্ত্রীর নিমিত্ত চর্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে পরাইলেন "* (আদি ৩ঃ২১)।

আর এই আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে গিয়েই পশুর রক্ত ঝরানোর প্রথম উদাহরণ সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর, কারণ পশুর চামড়া দিয়ে আদম-হবার দেহের আচ্ছাদন তৈরী করা হল । এখানে পাপ আচ্ছাদনের জন্য ভবিষ্যতের পূর্বাভাস হিসাবে রক্তপাতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে, এ বিষয়ে যে কথাটি লেবীয় পুস্তকে ১৭ঃ১১ পদে বলা হয়েছে এভাবে, *"কেননা*

রক্তের মধ্যেই শরীরের প্রাণ থাকে, এবং তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে আমি তাহা বেদীর উপরে তোমাদিগকে দিয়াছি; কারণ প্রাণের গুনে রক্তই প্রায়শ্চিত্ত সাধক"।

ঈশ্বরপুত্র ও মনুষ্যপুত্র

আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়ে মানবজাতির দুটি পৃথক দলে বিভক্ত হওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায় - এক হচ্ছে যারা ঈশ্বরের গ্রহনযোগ্য হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, এবং অন্যটি হচ্ছে যারা সেভাবে প্রস্তুত হয়নি । এজন্য দেখা যায় কয়িনের উৎসর্গ অগ্রাহ্য হবার পর তার হেবলের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত সৃষ্টির প্রথম নরহত্যার কাজটি সংঘটিত করল । মানব জাতির এই বিভক্তিও শীর্ষাবস্থা দেখা যায় আদিপুস্তক ৬ অধ্যায়ে, যেখানে বলা হয়েছে *"তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাগনকে সুন্দরী দেখিয়া ----- "* যেমন শেথের পুত্ররা কয়িনের কন্যাদের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয়েছিল; ধার্মিক লোকেরা ঈশ্বর বিহীন মানুষদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল । মানুষের দুষ্টতা ক্রমশ যেন আরও বেশি বেশি বৃদ্ধি পেতে লাগল । ঐ অধ্যায়ের ৫-৮ পদে এ বিষয়ে বর্ণণা করা হয়েছে এভাবে *"আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যদের দুষ্টতা বড় এবং তাহার অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ । তাই সদাপ্রভু পৃথিবীতে মনুষ্যের নির্মাণ প্রযুক্ত অনুশোচনা করিলেন, ও মনঃপীড়া পাইলেন । আর সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাকে ভুমন্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব; মনুষ্যের সহিত পশু, সরীসৃপ জীব ও আকাশের পক্ষীদিগকেও উচ্ছিন্ন করিব; মনুষ্যের সহিত পশু সরীসৃপ জীব ও আকাশের পক্ষীদিগকেও উচ্ছিন্ন করিব; কেননা তাহাদের নির্মাণ প্রযুক্ত আমার অনুশোচনা হইতেছে। কিন্তু নোহ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন।"*

এখানে ঈশ্বর হবার মাধ্যমে তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য শেথের উত্তরসুরীদের সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেন । এই অধ্যায়ের ১৭ পদ দেখায় যে চুড়ান্তভাবে ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার ফলস্বরূপ মৃত্যুর দন্ডাদেশ অবশ্যই বহাল থাকবে এবং পরবর্তীতে বলা হয়েছে যে, *"স্থলচর যত প্রাণীর নাসিকাতে প্রাণবায়ুর সঞ্চার ছিল, সকলে মরিল"* (আদি৭ঃ২২)।

তবে জাহাজ নির্মাণের মধ্য দিয়ে নোহ ও তার পরিবার রক্ষা পেল, যা জল প্লাবন থেকে মানব জাতির রক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে রইল । ১ম পিতর ৩ঃ২০ পদ বলে, *"--- যাহারা পূর্বকালে, নোহের সময়ে জাহাজ প্রস্তুত হইতে হইতে যখন ঈশ্বরের দীর্ঘসহিঞ্চুতা বিলম্ব করিতেছিল, তখন অবাধ্য ছিল । সেই জাহাজে অল্প লোক, অর্থাৎ আটটি প্রান, জল দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল।"* ২১ পদটি এর সাথে সংযোগ করা হয়েছে বাপ্তিষ্ম গ্রহন ও যীশু খ্রীষ্টেতে পুনরুত্থানের মাধ্যমে।

মহা জলপ্লাবনের মাধ্যমে মাত্র ৮ জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রক্ষা পাবার খুববেশী দিন পরে নয়, মানবজাতির পাপ কাজ করার ও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করার সেই স্বভাবজাত চরিত্রটি আবার প্রকাশ পেল ।

এবিষয়ে আলোচনা এগিয়ে যাবার সাথে সাথে একটি বিষয় জানা ভালো যে, মহা জলপ্লাবনের পর মানুষকে শাক-সব্জির সাথে সাথে মাংস ও খেতে দেওয়া হয় । তবে এটা গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছিল যে, রক্ত খাবার ব্যাপারে কোন অনুমতি দেওয়া হয়নি । হবার কাছে যেমনটি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে সেই বীজ বা বংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং মানুষের পাপের সাথে রক্তের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় মাংস খাওয়ার ব্যাপারটি এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছে । আদিপুস্তক ১১ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, মানুষ কত তাড়াতাড়ি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভূলে যায় এবং কত উদ্ধত ও আত্ম-বিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে, *"---- ইহার পরে যে কিছু করিতে সংকল্প করিবে, তাহাহইতে নিবারিত হইবে না"* (৬ পদ)।

এজন্যই যীশু বলেছেন, *"আর নোহের সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের সময়েও তদ্রুপ হইবে"* (লূক ১৭ঃ২৬)। একই রকমভাবে আজকে দেখা যায় মানুষের আচরণের মধ্যে কোন প্রকার সংযম ভাব নাই এবং মানুষ আজকাল তাদের হৃদয়ের মন্দ বা শয়তানী মনোবৃত্তিকেই অহরহ প্রকাশ করে । কেন এমন হয়, এমনকি 'সদোম' এর ঘৃন্যতম

মন্দতা পর্যন্ত আজকের সরকারদের দ্বারা বৈধ হিসাবে স্বীকৃতি পায়, এ ক্ষেত্রে তারা ঈশ্বরের কথা এতটুকুও চিন্তা করে না । তারা এ বিষয়টি পুরোপুরি অবজ্ঞা করে যে, ঈশ্বর ঐসব বিষয়গুলিকে চরমভাবে ঘৃনা করেন ।

অব্রাহাম —

"পৃথিবীর সকল পরিবার তার মাধ্যমে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে"

আমরা আবার ১২ অধ্যায়ের আলোচনায় ফিরে এলে একটি বিশেষ প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে, তাহচ্ছে, কেন ঈশ্বর 'অব্রাম'কে বেছে নিলেন - কেনইবা তার নাম পরিবর্তন করে রাখা হল 'অব্রাহাম' ? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, তার চারপাশের বিধর্মীদের মাঝে বসবাস করেও অব্রাহাম ঈশ্বরকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, এবং এই বিশ্বাসই তাকে ধার্মিক গনিত করে (গালাতীয় ৩ঃ৩) । ঈশ্বর তাঁর মহান জ্ঞান প্রজ্ঞা দ্বারাই অব্রাহামকে তাঁর কাজের জন্য আহ্বান করেন এবং তার মাধ্যমে একটি বিশেষ বংশ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করেন, যে বংশের মধ্যদিয়ে পৃথিবীর উপরের সকল পরিবার আর্শীবাদ প্রাপ্ত হবে । তাহলে দেখা যাচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টিতে এ পর্যন্ত দু'জন মহান ব্যক্তিত্ব পাওয়া গেল যাদের উভয়ের কাছে ঈশ্বর এক মহান বংশ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করেছেন । যে বংশের লোকেরাই ঈশ্বরের সৃষ্টির আর্শীবাদ পৃথিবীর অন্য সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব পালন করবেন । আর সেই দুই মহান ব্যক্তি হচ্ছেন, হবা ও অব্রাহাম ।

আসলে সুসমাচারই হচ্ছে সেই প্রতিজ্ঞাত বীজ বা বংশের বাস্তব প্রতিফলন, যার দ্বারা অব্রাহামের মাধ্যমে আগত সমস্ত মানুষের সেই চরম মুক্তির আকাঙ্খা সত্যিকারভাবে পরিপূর্ণ হয় ।

এখানে এ বিষয়টি স্মরণ করা প্রয়োজন যে, যীশু নিজেও *"সুসমাচার প্রচারের জন্য বাহির হন"* কিংবা ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের সুসংবাদ তিনি দূরের ও কাছের সকলকে শোনান এবং পৌলও বলেছেন যে, এই সুসমাচার অব্রাহামের কাছেও প্রচারিত হয়েছিল । এভাবে আমরা অব্রাহামের জীবনের ঘটনাবলী বিবেচনায় আনলে আমরা দেখব যে, সেগুলি আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে পরিচালিত করে এবং কি কারনে ঈশ্বর তাকে আহ্বান করেছিলেন তার তাৎপর্য!

প্রথমতঃ তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নিজ দেশ থেকে দূরবর্তী এক দেশে যেখানে তিনি তার সেই মহান জাতির প্রতিষ্ঠা করেন । অর্থাৎ একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত হল, একটি দেশ ও কিছু লোক । ফলে অব্রাহামের নতুন স্থানে ক্রমশ লোকসংখ্যা বাড়তে লাগল যারা ক্রমশ একটি রাজ্যের প্রজা হয়ে উঠল । এখানে এ বিষয়টি উলেখ করা প্রয়োজন যীশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, *"---- কারন তাহারা দেশের অধিকারী হইবে"* (মথি৫ঃ৫) এবং অব্রাহামকে যে নতুন দেশে ডেকে নেওয়া হয়েছিল সেটি ছিল এই পৃথিবীর উপরেই একটি স্থান। পবিত্র শাস্ত্রের অনেক স্থানেই এর সত্যতা পাওয়া যায় । আদি ১৩ অধ্যায়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে যাত্রাপথে অব্রাহাম পারিবারিকভাবে যে সব সমস্যা মোকাবেলা করেছিলেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে । আগে যেভাবে অব্রাহামকে 'অব্রাম' বলা হত, পরবর্তীতে তার বংশধরদের কনান দেশ দেবার উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর তার নাম পরিবর্তন করেছিলেন । যে কারনে ঈশ্বর বলেন, *" ---- তাহার বংশকে আমি সেই দেশ দিব"*। কিছুদিন তাকে রাখা হয় মিশরের বেশ দক্ষিন দিকের একটি স্থানে, সেখানে প্রচন্ড দূর্ভিক্ষ ও ক্ষরা ছিল। পরে সেখানে তার স্ত্রী সারাকে জড়িত করে বেশ সমস্যা দেখা দেয় এবং অবশেষে তাকে সেই প্রতিজ্ঞাত দেশ, কনানে নিয়ে যাওয়া হয় ।

প্রতিজ্ঞাত দেশে যাত্রাপথে অব্রাহামের সাথে ছিলেন তার ভাইপো লোট । মেষ বা পশুপাল নিয়ে এই দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিল । সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হল যে, দুটি দলে তারা পৃথক হয়ে যাবেন দু'দিকে এবং প্রথমে অব্রাহাম লোটকে সুযোগ দিলেন কোন দিকে যাবেন তা বেছে নেবার জন্য । লোট সুন্দর তৃণভূমি ও জলাশয় সমৃদ্ধ সমতল ভূমি বেছে নিলেন

এবং *"---- সদোমের নিকট পর্যন্ত তাম্বু স্থাপন করিতে লাগিলেন"* (আদি ১৩ঃ১২) । লোট নিজেই তার বেছে নেবার স্বাধীনতা দ্বারাই সম্ভাব্য বিপদকে ডেকে এনেছিলেন - কারণ সদোম এর লোকেরা ছিল, *"সদোমের লোকেরা অতি দুষ্ট ও সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অতি পাপিষ্ঠ ছিল"* (১৩ঃ১৩) । এটা অবশ্যই যথার্থ হত যদি আজকে আমাদের সাংসদেরা বা আইন প্রনেতারা সদোমকে (সমকামিতা) "আইনগত বৈধতা" দানের জন্য ঐ শব্দটি বেছে নেবার কথা চিন্তা করতেন । আর এ জন্যই ঈশ্বর তাদেরকে নিশ্চিত অতি কঠোর শাস্তিদান করবেন।

লোটের সাথে এই পৃথকীকরণের পর ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিজ্ঞা করেন,

"অব্রাহাম লোট হইতে পৃথক হইলে পর সদাপ্রভু অব্রাহামকে কহিলেন, চক্ষু তুলিয়া এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থান হইতে উত্তর দক্ষিনে ও পূর্ব পশ্চিমে দৃষ্টিপাত কর; কেননা এই যে সমস্ত দেশ তুমি দেখিতে পাইতেছ, ইহা আমি তোমাকে ও যুগে যুগে তোমার বংশকে দিব । আর পৃথিবীস্থ ধুলির ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিব; কেহ যদি পৃথিবীস্থ ধুলিতে গনিতে পারে, তবে তোমার বংশও গনা যাইবে" (১৩ঃ১৪-১৬)।

১৩ অধ্যায়ের উপসংহারে এসে বলা হয়েছে, অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করা সেই দেশটি হবে 'হিব্রোন' - ইস্রায়েল নগরী, বর্তমান সময় পর্যন্ত যেটি আধুনিক ইস্রায়েল জাতির হাতে রয়েছে । এরপর ১৫ অধ্যায়ে আবার অব্রাহাম ও সারার সন্তানহীনতার কথা বলা হয়েছে । এতদসত্বেও ঈশ্বর আবার অগুনিত বংশবৃদ্ধির প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং তার বংশধরদের মিশরে নিয়ে যাবার কথা বলেছেন, যেখানে তারা দীর্ঘ চারশ বছর মিশরের বন্দীজীবন যাপন করবেন এবং ঈশ্বরের এই সন্তানদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতন করার জন্য মিশরের উপর ঈশ্বরের শাস্তি নেমে আসবার ভবিষ্যতবানী করা হয়েছে ।

এখানে আলোচনাটা একটু থামানো প্রয়োজন এবং ঈশ্বরের সন্তানদের নির্যাতন করার ফলশ্রুতিতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছিল তার কি হয়েছিল তা একটু দেখা প্রয়োজন । আদিপুস্তক ১২ অধ্যায়ে অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করার সময় এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল যে, তার বংশের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল পরিবার আর্শীবাদ লাভ করবে - শুধু তাই নয়, একথাও বলা হয়েছিল. *"যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব ---"*।

এখানে পাঠককে আমন্ত্রন জানাচ্ছি বিশ্বের মানবজাতীর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য, যেন তারা জানতে পারেন বিশ্বের কোন জাতি ইস্রায়েল জাতীকে "আর্শীবাদ" দান করে আর্শীবাদের অধিকারী হয়েছে এবং কোন কোন জাতি তাদেরকে "অভিশাপ" দিয়ে (বা কষ্ট দিয়ে) অভিশাপ লাভ করেছে । কারণ *"প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসূত্রী নহেন ---"* (২য় পিতর ৩ঃ৯)।

১৫ অধ্যায়ের শেষ পদগুলির একটি চুড়ান্তভাবে বলা হয়েছে অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞাত দেশটি সীমানা কতটুকু হবে । *"---- আমি মিশরের নদী অবধি মহানদী, ফরাৎ নদী পর্যন্ত এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম"* (১৫ঃ১৮) । ঘটনাক্রমে আজকের ইস্রায়েল দেশের ভৌগলিক সীমানা ঠিক সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে একই । কোন দেশ যদি ইস্রায়েল দেশকে ধ্বংস করে ফেলতে চায় এবং যেহেতু তা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা অনুসারে নয়, তবে তা শুধুই নিরর্থক উচ্চাকাঙ্খা । কারণ বহুপূর্বে বিশ্বাসের আদিপিতা অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞা অনুসারেই ঐ দেশের দাবী করা হয়েছে ।

প্রতিজ্ঞাত দেশের জন্য একটি জাতি

এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল অগুনিত বংশধর লাভের এবং সেই বংশধরদের জন্য একটি দেশের, এবং হবার কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল একটি নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারীর । আর এ সব প্রতিজ্ঞাগুলিই পৃথিবীর উপরে যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ।

অব্রাহাম মারা যাবার সময়, ইব্রীয় ১১ অধ্যায় আমাদেরকে বলে যে, *"তিনি সে সব প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা লাভ করেননি"*। এখন যেহেতু পৃথিবীতে সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের ব্যাপারটি স্বীকৃতিযোগ্য একটি ব্যাপার হিসাবে দেখা দিয়েছে, এজন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন হবে অব্রাহামকে পুনরুত্থিত করে তোলা যেন তিনি প্রতিজ্ঞাত সেই ঐশ্বরাজ্যের অংশীদার হতে পারেন । অথচ এই প্রতিজ্ঞা থাকা সত্বেও তার স্ত্রী সারা মারা যাবার পর কবরপ্রাপ্ত করার জন্য অব্রাহাম জমি কিনতে বাধ্য হন । ফলে অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞা এখনও ভবিষ্যতের বিষয় ।

তাদের কাছে বহুবংশ লাভের প্রতিজ্ঞা করা হলেও অব্রাহাম ও সারা সন্তান জন্মদানে সক্ষম ছিলেন না এবং নিজেরা এ বিষয়টি সমাধান করতে গিয়ে তারা তাদের মানবীয় অসহিঞ্চুতা প্রকাশ করেছিলেন । সারা অব্রাহামকে পরামর্শ দিলেন তার দাসী হাগারের কাছে যাবার জন্য এবং একটি সন্তান লাভের জন্য । অব্রাহাম ও হাগারের মিলনের যে সন্তান জন্ম লাভ করে, তিনি ইশ্মায়েল, আজকের সমগ্র আরব জাতী সমুহের আদিপিতা । আর এভাবেই অব্রাহাম অপরিকল্পিতভাবে তার কাজ করায় আজকে প্রতিবেশী হিসাবে ঐসব আরব জাতীয় অব্রাহামের সেই প্রতিজ্ঞাত উত্তরাধিকার হিসাবে দাবী করে এবং সেই প্রতিজ্ঞাত ভূমি বা দেশ নিয়ে স্থায়ী বিরোধের সুত্রপাত হয়, কারণ তারাও অব্রাহামের বংশধর ।

বয়সবৃদ্ধির কারনে স্বাভাবিক নিয়মে আর সন্তান লাভ করা সম্ভব নয় বলে সারা যখন ভাবছিলেন, ঠিক তখনই ঈশ্বরের দুত অব্রাহামের কাছে এলেন তাকে একথা জানাতে যে, বাস্তবিক পক্ষেই সারা একটি সন্তান লাভ করবেন । আর এ সময়েই অব্রামের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়, 'অব্রাহাম' যার অর্থ, "বহুজনের পিতা" ।

এরপর সেই চুক্তি আবার নবায়ন করা হয় ---

"আমি তোমার সহিত ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা চিরকালের নিয়ম হইবে; ফলতঃ আমি তোমার ঈশ্বর ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হইব । আর তুমি এই যে কনান দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহার সমুদয় আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দিব, আর আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব"(আদি ১৭ঃ৭-৮) ।

এই অধ্যায়টি শেষ করা হয়েছে অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের এই কথা বলার দ্বারা যে, হাগারের গর্ভে জন্মগ্রহনকারী পুত্র ইশ্মায়েলের ভবিষ্যত কি এবং সারার কাছে যে সন্তান লাভের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেই প্রতিজ্ঞাত পুত্রের নাম হবে, ইসহাক । আর এই ইসহাকই হবে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত বংশধর । এ সময় থেকেই ত্বকচ্ছেদ করানোর নিয়ম চালু করা হয় এবং এই ত্বকচ্ছেদ দ্বারাই এ সময় থেকে চিহ্নিত করা হতে থাকে যে কে ইসহাকের সন্তান বা বংশধর (নতুন নিয়মের সময় হতে 'বাপ্তিষ্ম' দ্বারা বোঝানো হয় যে যারা বাপ্তিষ্ম গ্রহন করে তারা ঈশ্বরের সন্তান) ।

এর পরে পরেই ঈশ্বর সদোমে বসবাসকারী লোটের কাছে তাঁর দুত পাঠান যেন তাকে ও তার পরিবারকে সদোম নগরীর বাইরে নিয়ে যেতে পারেন তাদেরকে রক্ষা করবার জন্য । কারন ঐ নগরীর লোকদের মহা দুষ্টতার কারনে ঈশ্বর ঐ নগরী ও নগরীর সকলকে ধ্বংস করতে চাইলেন । আদিপুস্তকের অংশটি পড়বেন তারা এই ভেবে আশান্বিত হবেন যে, শেষ দিনে ঈশ্বর আধুনিক সাদোম -এর মত যখন নগরী ধ্বংস করবেন লোকদের মহা পাপের কারনে তখন তিনি তার

নিজস্ব লোকদেরকে রক্ষা করবার জন্য আগেই তার দুতদের দিয়ে খবর পাঠাবেন । এই সময়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে ২য় পিতর ৩ অধ্যায় ও যিশাইয় ৬৫ অধ্যায়ে, যেখানে বলা হয়েছে জগতের লোকদের দুষ্টতার কারনে তিনি নতুন এক পৃথিবীর জন্য সবকিছু ধ্বংস করে ফেলবেন, *"কারন দেখ, আমি নতুন আকাশ মন্ডলের ও নতুন পৃথিবীর সৃষ্টি করি; এবং পৃষ্ঠে যাহা ছিল, তাহা স্মরণে থাকিবে না, আর মনে পড়িবে না"* (২য় পিতর ৩ঃ১৩; যিশাইয় ৬৫ঃ১৭) ।

অব্রাহাম বিশেষভাবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন যে, তার পুত্র ইসহাক যেন তার বংশধরদের মধ্যেই কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং যেন কনানীয় দেশ থেকে কোন মেয়েকে বিবাহ না করে । কয়েক বছর পর অব্রাহামের দুরদর্শী চিন্তার সত্যতা প্রমানিত হয় যখন মিশরে বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভের পর পরই অব্রাহামের বংশধরদেরকে বলা হল, ঈশ্বরের চোখে কনানীয় লোকদের মহা দুষ্টতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের ধ্বংস করে ফেলার জন্য ।

ইসহাক রিবিকাকে বিবাহ করলেন, যিনি অব্রাহামের জ্ঞাতি ভাই নহোর এর -গোষ্ঠির একজন । একই ধরনের প্রতিজ্ঞা ইসহাকের কাছেও করা হয়েছিল । ইসহাকের স্ত্রী বন্ধ্যা হলেও ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহে দুটি জমজ সন্তানের জন্মদান করেন, তাদের নাম এসৌ ও যাকোব । অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে এ ঘটনা বেশ পরিচিত যে কিভাবে এসৌ যাকোবের কাছে তার জৈষ্ঠ্যত্ব বিক্রি করে দেন। হয়ত সে তার নিজের ব্যাপারে ততটা সচেতন ছিল না। যে কারনে ঐ সময়ে সে তার দৈহিক চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিল, যতটা না সে তার নিজের উত্তরাধিকার সর্ম্পকে সচেতন ছিল । যার ফলশ্রুতিতে সে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যায় এবং তার চারপাশের ঈশ্বর বিহীন লোকদের সাথে মেলামেশা করে ও তাদেরই একজনকে বিবাহ করে । তার বংশধরেরাও সকলে ইশ্মায়েলের বংশধরদের সাথে মিলেমিশে যায় এবং আজকের আরব জাতির লোকদের সাথে তার অবস্থান নির্ধারিত হয় ।

তবে যাকোব ঈশ্বর যা চেয়েছিলেন সেই পথেই এগিয়ে যান । তিনি তার বংশধরদের মধ্যে থেকেই একজনকে বিবাহ করেন এবং বারোজন ছেলের পিতা হন । তার জীবনযাপন কালেই ঈশ্বর তাকে পরীক্ষা করেন এবং যাকোব থেকে তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন "ইস্রায়েল" যার অর্থ "ঈশ্বরের সাথে এক রাজপুত্র" । এটা এমন একটা নাম যার মাধ্যমে সহজেই অতীত ও বর্তমান ইস্রায়েল জাতিকে চেনা যায় এবং ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে ভবিষ্যতেও তাদেরকে আরো ব্যাপকভাবে চেনা যাবে ।

তার পিতা ও পিতামহের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, ভবিষ্যতে অগনিত বংশধর সম্পর্কিত তার একই প্রতিজ্ঞা ইস্রায়েলের কাছেও করা হয়েছিল (আদি ২৮ঃ ১৩-১৪) -

" ---- আর দেখ, সদাপ্রভু তাহার উপরে দন্ডায়মান; তিনি কহিলেন, আমি সদাপ্রভু, তোমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইসহাকের ঈশ্বর; এই যে ভূমিতে তুমি শয়ন করিয়া আছ, ইহা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব । তোমার বংশ পৃথিবীর ধুলির ন্যায় (অসংখ্য) হইবে, এবং তুমি পশ্চিম ও পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিন চারিদিকে বিস্তীর্ন হইবে এবং তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবীস্থ যাবতীয় গোষ্ঠি আর্শিবাদ প্রাপ্ত হইবে"।

ইসহাক ও ইস্রায়েলের (যাকোব) কাছে করা ঈশ্বরের একই প্রতিজ্ঞা থেকে সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যায় যে অব্রাহামের বংশধরদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তা অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে । এটা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন যে, ইশ্মায়েলের বংশধরেরাও অব্রাহামের বংশধর হিসাবে দাবী করলেও তারা আসলে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত বংশধরদের অন্তর্ভূক্ত হয়নি । ঈশ্বর কখনই তাদেরকে অব্রাহামের প্রতিজ্ঞাত বংশধরদের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত করেননি ।

বেশ কিছুদিনের মধ্যে যাকোব বা ইস্রায়েল বারোটি পুত্র সন্তান লাভ করলেন, এরাই ইস্রায়েল সন্তান হিসাবে পরিচিত। অব্রাহামের সন্তান যাকোবের বংশ থেকেই ইস্রায়েলের বারো বংশ এসেছে । বাস্তবিক পক্ষেই এরা বিখ্যাত পরিবার । আর এরাই সেইসব লোক যাদেরকে ঈশ্বর তাঁর নামের জন্য, তাঁর লোক হবার জন্য আহ্বান করেছিলেন ।

বাইবেলের এই অংশে যে ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে তা বিস্তারিত ইতিহাস নয় - তবে যেটুকু লেখা হয়েছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ভাবেই বাইবেলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । অব্রাহামের সাথে করা প্রতিজ্ঞার মূল উদ্দেশ্যটি আমাদের কখনই এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়, কারন আমরা জেনেছি, অব্রাহামের প্রতি আর্শীবাদের কারনে পৃথিবীর উপরিস্থিত সকল পরিবার আর্শীবাদ প্রাপ্ত হবে । এখানে স্মরণযোগ্য যে, পৌল নিজেও একে সুসমাচার বলেছেন ।

যোষেফকে তার ভাইদের দ্বারা মিশরীয়দের কাছে বিক্রী করার ঘটনায় যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের কথা বাইবেলে লেখা হয়েছে তা সবারই জানা আছে নিশ্চয় । দুর্ভাগ্যক্রমে দাস হিসাবে চিহ্নিত হলেও ঘটনা চক্রে যোষেফ মিশরে এক মহা ক্ষমতাধর ব্যক্তি হবার সুযোগ পেয়ে যান । অবশেষে এক মহা দূর্ভিক্ষ তার পরিবারের সবাইকে মিশরে চলে আসতে বাধ্য করে । ইস্রায়েল ও তার সন্তানদের মৃত্যু, ইস্রায়েলীদের দাসত্ব, মিশর থেকে ইস্রায়েলীদের মুক্ত করে আনবার জন্য মহান মোশীকে আহ্বান (যাত্রা) । এ সবই ইতিহাস আকারে লেখা রয়েছে, যা কখনই মোছা যাবে না । কিন্তু আপনি কি মনে করেন, এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে এসব ঘটনা এক একটি মাইল ফলক ?

প্রেরিত ৭ অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে স্তিফান মূল সংক্ষেপে সেই ইতিহাস পরিক্রমা করেছিলেন । যীশুতে তার বিশ্বাসের যৌক্তিকতা তুলে ধরার জন্যই তাকে এটি করতে হয়েছিল ।

মিশরে বন্দী ইস্রায়েলীয়দের শেষ রাতের নিস্তারপর্ব অনুষ্ঠানের সময় মৃত্যুর দুতকে পাঠানো হয় । প্রতি ইস্রায়েলীয়দের ঘরে ঘরে যেন প্রথমজাত সব শিশুকে হত্যা করা হয় । কিন্তু ইস্রায়েলীয় প্রথমজাত শিশুকে মেরে ফেলা যায়নি । এক বছর পূর্ণ হয়নি এমন *"নির্দোষ মেষশাবক"* শিশুকে উৎসর্গ করবার জন্য বলা হয় । এসব প্রথমজাত মেষশাবকের রক্ত প্রতি ঘরের দরজার উপরে লেপন করতে বলা হয় যেন তারা ঈশ্বরের শাস্তি থেকে রক্ষা পায় । রক্তপাতের দ্বারা পাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আর একটি উদাহরণ । আর এজন্যই এটি ঈশ্বর পুত্র ও মনুষ্যপুত্র প্রভু যীশুর প্রতিই দিক নির্দেশনা করে । কারন তিনি নিজেও ছিলেন একজন *"নির্দোষ ও নিষ্পাপ মেষশাবক"*, (১ম পিতর ১ঃ১৯)। তিনি এজন্যই তার রক্ত পাতিত করেছিলেন যেন পাপী মানুষের পাপ ক্ষমা করা যায়, তবে তার এই উদ্ধার কাজটি শর্তসাপেক্ষ বিষয়, যেটা করে তিনি নিজেই বলেছেন ।

বিশ্ব প্রকৃতি ও সমগ্র মাবনজাতীর উপর সর্বময় ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্যই ঈশ্বর মোশীর মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতীকে বন্দিদশা থেকে আশ্চর্য্য ভাবে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে ও দূর্গম প্রান্তরের মধ্য দিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন । সর্বাধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত মিশরীয় সৈন্যরা পরাজিত হয়েছিল।

আইন-কানুন বা ব্যবস্থা দেওয়া হল

একটি পৃথক জাতি গড়ে তোলার জন্য একটি দেশ, একদল লোক এবং তাদের জীবনযাপনের জন্য কিছু আইন-কানুনের প্রয়োজন ছিল । আর সেই ব্যবস্থা এ সময়ে দেওয়া হল । সিনয় পর্বতের উপরে প্রান্তরে মোশীর হাতে তার লোকদের জীবনযাপনের জন্য আইন বা ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল। এই সব আইনই আজকেও আমাদের মানবীয় আইনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে আসছে । যখনই মানুষ এই মূল আইনের মৌলিক ন্যায্যতা ও কঠোরতা হতে দূরে সরে এসেছে তখনই যত প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা শুরু হয়েছে।

প্রান্তরে ঈশ্বর ইস্রায়েল সন্তানদের যত্ন নেন । তাদেরকে খাবার-দাবার, কাপড়-জামা ও জুতা-পাদুকা সবই তিনি দেন। কিন্তু প্রান্তরে তারা তাৎক্ষনিক ভাবে তুলনা করতে লাগল যে, মিশর দেশের তুলনামূলক ভালো অবস্থায় থাকবার চেয়ে প্রান্তরে ঈশ্বরের দয়া-অনুগ্রহের অধীনে থাকা কত খারাপ (গননা ১১ঃ৫-৬) । বিশাল প্রান্তরে এই প্রায় দুইলক্ষ লোকের আন্দোলন-সংগ্রাম যেন এক আশ্চর্য্য ঘটনার মতই ছিল । আজকের ইস্রায়েলীয় লোকদের ও তাদের রাষ্ট্রীয় পরিচিতিই এই সাক্ষ্য দেয় যে, সেদিন বাস্তবে কি ঘটেছিল।

সেই দিনগুলিতে মোশী ইস্রায়েল জাতির মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব । তিনি ছিলেন তাদের নেতা ও বিচারক । তিনি ছিলেন ঈশ্বর ও তার লোকদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী । তাদের নির্বুদ্ধিতা ও মুর্খতায় তিনি তাদের শাসন করতেন এবং ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে সাহায্য করতেন । দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ অধ্যায়ে এ সব বিষয়ে একটি খন্ডচিত্র পাওয়া যায় ।

"আমি অদ্য তোমাদের বিরুদ্ধে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়া ll বলিতেছি যে, আমি তোমার সম্মুখে জীবন ও মৃত্যু, আর্শিবাদ ও শাপ রাখিলাম । অতএব জীবন মনোনীত কর, তাঁহার রবে অবধান কর, ও তাঁহাতে আসক্ত হও; কেননা তিনিই তোমার জীবন ও তোমার দীর্ঘ পরমায়ুস্বরূপ; তাহা হইলে সদাপ্রভু তোমার পিতৃপুরুষদিগকে, অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবকে, যে দেশ দিতে দিব্য করিয়াছিলেন, সেই দেশে তুমি বাস করিতে পাইবে" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩০ঃ১৯-২০)।

আর এভাবেই আমরা উপরোক্ত দুটি পদ থেকে তাঁর নিজস্ব লোকদের সম্পর্কে এবং চুড়ান্তভাবে পৃথিবীর সকল লোকদের ব্যাপারে ঈশ্বরের ইচ্ছার সারসংক্ষেপ জানতে পারি । এদোন উদ্যানে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তা স্মরণ করুন - জীবন অথবা মৃত্যু, এই দুটো জিনিষই সাথে বেছে নেওয়া সেই প্রতিজ্ঞার বাইরে ছিল । কারন আপনি যদি মৃত হন তবে কখনই জীবিত থাকতে পারেন না, আবার জীবিত থাকলে মৃত হতে পারেন না । তাদের কাছে যে দেশ দেবার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল অব্রাহামের কাছেও সেই একই দেশ দেবার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল ।

নতুন দেশে যাবার ও সেটি দখল করবার জন্য ইস্রায়েলীয় সন্তানদের ঈশ্বরের পরামর্শ বা নির্দেশনা তাদের কাছে বেশ মানবীয় মনে হয়েছিল । তারা তাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন । সেই নতুন দেশ দখলে আনবার জন্য তাদের যে বিষয়টি অনিবার্যভাবে প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখা । বিশ্বাস রক্ষা করা ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা কখনই সম্ভব নয় । তাদের বিশ্বাস দুর্বল থাকার কারনেই তারা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত লোকজন মারা না যাওয়া পযর্ন্ত চলিশ বছর প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানোর বিষয়ে দোষারোপ করেছিলেন । প্রান্তরের বিশাল জনগোষ্ঠি থেকে কেবলমাত্র কালেব ও যিহোশুয়ই (যোশুয়া) সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে যেতে পেরেছিলেন । এই দুইজনই মাত্র ঈশ্বরের প্রথম ডাকেই সাড়া দিয়ে সেই দেশ দখল করবার জন্য ও সেখানে থাকবার জন্য এগিয়ে আসেন । একথা সত্যি যে তারা প্রথমে একাজ করতে গিয়ে ভয় পান এবং পরবর্তীতে ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে তারা বিজয়ী হন । প্রান্তরের বিশাল দলটির অনেকেই ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে একমত হয়নি । ফলে তারা সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করবার আগেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় । আজকেও এমন অনেক লোক দেখা যায় যারা পরিত্রানের জন্য নিজেদের আইনকানুন মত চলতে চায়, পরিত্রানের জন্য নিজেদের মনগড়া স্থানেই ঘুরে বেড়ায় ফলে ঈশ্বরের দৃষ্টির বাইরে তারা অবস্থান করে । আর এজন্য তারা সেই প্রতিজ্ঞাত 'দেশ' এর বাইরে থাকবে, ঈশ্বরের উপর কোন প্রকার নির্ভরতা ছাড়াই জীবন পরিচালনা করে । আর এ কারনে তারা প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ না করতে পারার মত, যীশু যখন এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন তখন তারা সেখানেও কোন স্থান পাবে না।

প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রথম প্রবেশ

নির্দিষ্ট সময়েই তারা প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করলেন, যর্দন দেশের চারদিকে সুষ্ঠু সমতল ভূমি, ঠিক যেমনটি তারা লোহিত সাগরের উপর দিকে হেঁটে যাবার সময় দেখেছিলেন । ক্রোধ প্রকাশ করার জন্য মোশির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করা হয়েছিল এভাবে যে, তিনি মারা যান ফলে সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে আর প্রবেশ করতে পারেননি । তবে তিনি আশা বা প্রত্যাশা ছাড়াই যে মৃত্যু বরণ করেছেন তা নয়, কারণ ঈশ্বরের সাক্ষাতে তিনি সত্যিই একজন বিনয়ী ছিলেন, এখানে তার ক্ষেত্রে আমরা যীশুর কথা স্মরণ করতে পারি যে, *"বিনম্র হৃদয় যাদের তারাই ধন্য, পৃথিবীর উত্তরাধিকার তাদেরই"* (ইব্রীয় ১১ঃ২৪-২৮; মথি ৫ঃ৫) ।

যিহোশুয় তাদের নতুন নেতা হলেন, এবং তার নেতৃত্বেই তারা তাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করা নতুন দেশে একটি পৃথক জাতি গড়ে তোলে । যাত্রা পুস্তকের বিবরণ অনুসারে আমরা যদি ইস্রায়েল জাতির সম্পর্কে জানি তাহলে দেখব যে তারা প্রায়ই ঈশ্বরের সামনে সঠিক আচরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন । শমুয়েল এর বিচারকর্তা হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহনের আগ পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে শমুয়েল ঈশ্বরের কাছে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। শমুয়েল বৃদ্ধ হয়ে যাবার পর তার সমাজের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ নেতারা দেখলেন যে তার সন্তানরা কেউই তাদের পিতার মত জ্ঞানে-বুদ্ধিতে শক্তিশালী হয়নি, এবং একারনেই ঈশ্বরের পরিকল্পনার মাঝে খুবই লক্ষণীয় একটি ঘটনা ঘটল ।

পাঠকরা এ স্থানটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন যে, ঐ সময়ে ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তৃগণকে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতে হল । ১ শমুয়েল ৮ঃ৪ -৭ অংশে এবিষয়ে বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে ।

“একদিন ইস্রায়েলের সমস্ত প্রাচীন ব্যক্তিরা একত্র হয়ে রামায় এসে শমুয়েলকে বললেন, দেখুন, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনার পুত্রেরাও আপনার পথ অনুসরণ করেন না । অতএব আপনি অন্যান্য জাতিদের মত শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আমাদের উপর একজন রাজা নিযুক্ত করুন । তাদের কথায় শমূয়েল অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি তখন প্রভূ পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন ।প্রভূ পরমেশ্বর শমূয়েলকে বললেন, লোকে তোমাকে যা বলছে, সেই কথাই শোন, কারণ তারা তোমাকে অগ্রাহ্য করেনি, কিন্তু তাদের উপর রাজা হিসাবে আমার কর্তৃত্বই অগ্রাহ্য করেছে”।

উদ্ধৃত স্পষ্ট বাক্যটিকে লেখক বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। এদ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তনের কথা। প্রথমটি দ্বিতীয়টির দিক নির্দেশনা দান করে। প্রথমতঃ ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে বলেছিলেন যে, তাদের একজন রাজা ছিলেন, এমনকি তিনি স্বয়ং ঈশ্বর এবং তারা এটা বুঝতে পারেনি যে তাদের বিচারকর্ত্তৃগণও বাস্তবে তাঁর পক্ষেই শাসনকার্য্য বা বিচারকার্য্য পরিচালনা করতেন, দ্বিতীয়তঃ পূর্বের কথা অনুসারে একথা সত্য হয় যে ঐ সময়ে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।

ঈশ্বরের পরিচালনায় এটি ছিল একটি বড় মাপের অগ্রগতি বা পরিবর্তন। বাইবেলের এই পদগুলির যেগুলিতে গুরুত্বদিয়ে লেখক নীচে দাগ দিয়েছেন সেগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং এই পদ থেকে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এগুলি লেখকের নিছক নিজের মতামত নয় কিন্তু শমুয়েলের কাছে ঈশ্বরের বলা সত্য ঘটনা। ১ শমূয়েল ১২ঃ১২ পদ আমাদের কাছে এসম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা দান করে। *“যখন অম্মোন দেশের রাজা নাহশ তোমাদের আক্রমনের জন্য অভিযান করেছিল, তখন প্রভূ পরমেশ্বর তোমাদের রাজা থাকা সত্ত্বেও তোমরা আমাকে বলেছিলে, না, আমাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য একজন রাজা চাইচ*।

শমূয়েলের পুস্তক, রাজাবলি ও বংশাবলি পুস্তকগুলি পড়লে দেখা যাবে এবিষয়টি পরিপূর্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে, ইস্রায়েল জাতিকে বহু রাজা দেওয়া হলেও তাদের বেশির ভাগই নিজের ইচ্ছামত চলেন, তবে বেশ কয়েকজন রাজা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলেন। এর ফলস্বরূপ ইস্রায়েল জাতি দুঃখকষ্ট ভোগ করে - ঈশ্বরের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের নিজেদের বোঝার অক্ষমতার কারনেই তারা দুঃখকষ্ট ভোগ করে।

আজকেও একইভাবে অনেকে তাদের নিজেদের বোঝার অক্ষমতার কারণেই দুঃখকষ্ট ভোগ করে থাকেন। তারা হয়তবা মনে করেন যে তারা অমরনশীল এবং “মৃত্যু নিশ্চয় তাদেরকে কিছু করতে পারবে নাচ, অথবা জগতের সব দুঃখকষ্টের জন্য তারা ঈশ্বরকে দোষারোপ করেন এবং এমনও কথা বলেন, “আসলে ঈশ্বর নাইচ, অথবা “ঈশ্বর থাকলে কখনই আমাদের প্রতি এমন সব দুঃখকষ্ট ভোগ করতে দিতেন নাচ। মনে হয় মানুষ তার চিন্তাভাবনা থেকে এবিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছে যে তারা নিজেরাই তাদের নিজেদের সমস্যা বা দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী।

প্রতিজ্ঞাত রাজা

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির জন্য প্রথম যে রাজাকে দেন, তিনি ছিলেন, শৌল। ইস্রায়েলীয় লোকেরা তাদের নেতার মাঝে রাজা হিসাবে যেসব গুনাবলী দেখতে চেয়েছিলেন তা সবই শৌলের মাঝে ছিল। "*---- তার এক সুদর্শন তরুন পুত্র ছিল, তার নাম শৌল। ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে তার চেয়ে রূপবান কোন লোক ছিল না, সমস্ত লোকের চেয়ে তিনি মাথায় লম্বা ছিলেনচ*(১ শমূয়েল ৯ঃ২) ।

তবে সুন্দর দেখতে ও সুদর্শন দৈহিক গঠন কখনই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাঁর কাজের জন্য আবশ্যক হতে পারে না, কিন্তু সেই ব্যক্তির হৃদয় সুন্দর ও ঈশ্বরমুখী কিনা, সম্পুর্নভাবে ঈশ্বরকে অনুসরন করে কিনা সেটাই ঈশ্বর দেখেন।

শৌলের রাজা হিসাবে সকল কাজের সফলতা ও ব্যর্থতা এবং আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনাবলী নাটকীয়ভাবে শমূয়েল পুস্ত কে বর্ননা করা হয়েছে। তার এই পরিসমাপ্তির পর পর তারই মত স্বভাব-চরিত্রের ব্যক্তি হিসাবেদায়ুদকে' আহ্বান জানানো হয়। এই দায়ুদকে বাইবেলের অনেক স্থানে বর্ননা করা হয়েছে এভাবে যে, "*---- দায়ুদ আমার মনের মত লোক*" (প্রেরিত ১৩ঃ২২)।

ঈশ্বরপ্রিয় বিভিন্ন লোকদের জীবনে কি কি ঘটনা ঘটেছিল তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে পারলে ভালো হত, তবে এই পুস্ত কটির উদ্দেশ্য আসলে বিস্তারিতভাবে নয় কিন্তু সংক্ষিপ্তভাবে সকল বিষয়ের রূপরেখা তুলে ধরা। নির্দিষ্ট সময়েই রাজা হিসাবে দায়ুদ ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসলেন। তাঁর প্রিয় ঈশ্বরের জন্য একটি উপাসনা ঘর নির্ম্মাণের আকাংক্ষা থাকার কারনেই তাঁকে দিয়ে ঈশ্বর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করার প্রতিজ্ঞা দান করেন, যেটা পৃথিবীতে ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটি বড় অংশ ছিল। ২ শমূয়েল ৭ঃ১২-১৬ পদে এবিষয়ে জানা যায়,

"তোমার আয়ু ফুরালে তুমি চলে যাবে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে পরলোকে। তখন তোমার এক বংশধরকে আমি তোমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করব। সে-ই আমার উদ্দেশ্যে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করবে এবং আমি তার রাজ সিংহাসন চিরস্থায়ী করব। আমি তার পিতা হব এবং সে হবে আমার পুত্র। সে অপরাধ করলে পিতা যেমন পুত্রকে দন্ড দেয় তেমনি আমিও তাকে দন্ড দেব। তোমাকে রাজা করার জন্য শৌলের উপর থেকে আমার কৃপা যেমন ফিরিয়ে নিয়েছিলাম তেমনি তার উপর থেকে আমার কৃপা কখনও ফিরিয়ে নেবনা। তোমার বংশ ও তোমার রাজত্ব কখনও নির্মুল হবে না। তোমার সিংহাসন হবে চিরস্থায়ী"।

প্রথম দৃষ্টিতে এই প্রতিজ্ঞাটি রাজা দায়ুদের পুত্র শলোমনের প্রতি ইঙ্গিত করে, যিনি দায়ুদের পরই সিংহাসনে বসেন। আপাত দৃষ্টিতে সেটা ঠিকই কিন্তু স্বযত্নে সতর্কতার সাথে কথাগুলো চিন্তা করুন এবং পুর্বের ১০ পদের সাথে মিলিয়ে দেখুন- এটা এমনই একটা প্রতিজ্ঞা হিসাবে দেখা যাবে যেটি দায়ুদের পরবর্তী রাজার সময়কালকেও ছাড়িয়ে যায়। ইস্রায়েলীয় সেই প্রতিজ্ঞাত রাজ্য যদি স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিতও হয়ে থাকে তবে আজকে ইস্রায়েলের সেই রাজ্য কোথায়? একথা সত্য যে ইস্রায়েল নামে একটি জাতি আছে, কিন্তু সেটি 'রাজ্য' নয় বরং প্রজাতন্ত্র। হ্যাঁ, তাহলে দায়ুদের কাছে করা ঐ প্রতিজ্ঞার সাথে উত্তরাধিকার শলোমনের সিংহাসন বা রাজ্য -এর বাইরে আরও অন্য কিছু আছে নিশ্চয়। ২য় শমূয়েল ৭ঃ১০ পদেও শেষ অংশে এভাবে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে, "*---- তারা তাদের নিজেদের দেশে বাস করতেন। যেখান থেকে তাদের আর কোনদিন কোথাও যেতে হবে না। কিংবা আর কোন দুষ্ট দুরাচারী তাদের উপর আগের মত অত্যাচার করবে না*"। দায়ুদ নিজেও একথা বলেছেন, "*---- আগামী দিনে তোমার দাসের বংশকে আরও মহত্তর মর্যাদা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ*" (২য় শমূয়েল ৭ঃ১৯)।

এবারে আমরা সেই সব প্রতিজ্ঞাগুলি স্মরন করার চেষ্টা করি যেগুলি আগে করা হয়েছে -

- হবার কাছে - একটি বীজ বা বংশধর অবশেষে আসবে যিনি মানব জাতির জীবন থেকে মৃত্যুর অভিশাপ দুর করবে।
- অব্রাহামের কাছে - তাঁর বংশধরদের জন্য একটি দেশ দেওয়া হবে এবং যাঁর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল পরিবার আর্শিবাদ প্রাপ্ত হবে।
- দায়ুদের কাছে - সেই বংশধর, যাঁর মাধ্যমে অবশেষে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন তা চিরস্থায়ী হবে (এই প্রতিজ্ঞার মাঝে অবশ্য একথাটিরও উলেখ আছে যে সেই বংশ শুধু যে দায়ুদের সন্তান হবে তা নয় বরং ঈশ্বরেরও সন্তান হবে।

ইস্রায়েলীয় রাজাদের ইতিহাস পড়লে জানা যায়, সাধারনভাবে উপরের পাঠ অনুসারে রাজ্য পরিচালিত হয়নি - গোটা ইস্রায়েল জাতি ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেছে; বার বার তারা ঈশ্বরকে অমান্য করেছে। আপনি ঐ সময়কার ইস্রায়েলের ইতিহাস পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন, ইস্রায়েল জাতি তাদের অবাধ্যতার জন্য বহুবার শাস্তি ভোগ করেছে। অন্যদিকে বাধ্যতা আর্শিবাদ বয়ে নিয়ে এসেছিল। আর এই প্রতিজ্ঞাটিই ঈশ্বর আদম ও হবার কাছে করেছিলেন, এবং তা আজও পর্যন্ত আমাদের সবার জন্য প্রযোজ্য।

ইস্রায়েল রাজ্য অনেকবার ধবংসের মুখোমুখি এসে দাড়ায় এবং ব্যবীলনীয়দের দ্বারা গোটা জাতিকে কয়েকবার দাস হিসাবে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়নের দিকটি বিচার করেও বলা যায় যে, সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা, "*যে রাজ্য কখনই শেষ হয়ে যাবে না*", সেটি পরবর্তী কোন এক সময়ে পরিপূর্ন হবে (দানিয়েল ২ঃ৪৪)।

যিহিস্কেল ভাববাদী শেষবারের মত ইস্রায়েলের সেই রাজ্য ধবংস হয়ে যাবার কথা বলেছেন। যিহিস্কেল ২১ঃ২৫-২৭ পদে রাজা সিদিকীয়ের পরিনতির কথা বলতে গিয়ে যিহিস্কেল নিম্নোক্ত ভাববানীটি করেছিলেন।

"আর তুমি হে অভিশপ্ত নরাধম ইস্রায়েল নরপতি, তোমারও দিন ঘনিয়ে এসেছে, এবার তোমায় চরম দন্ড পেতে হবে, সেইদিন আসন্ন, আমি সর্বাধিপতি প্রভূ বলছি, তোমার মুকুট ও উষ্ণীয় তোমার মাথায় আর থাকবে না, দারুন ওলোট-পালট হয়ে যাবে সব। অবনত- উপেক্ষিত ক্ষমতার উচ্চাসনে বসবে, শাসককুলকে নামিয়ে আনা হবে নীচে, ধবংস, ধবংস করে দেব সব, হ্যাঁ এনগরীকে আমি ধবংসস্তুপে পরিনত করব। কিন্তু এ নগরীর দন্ড বিধানের জন্য আমি যাকে মনোনীত করেছি, সে না আসা পর্যন্ত এসব কিছুই ঘটবে না। সে এলে আমি তার হাতেই সব তুলে দেব"।

সেই সময় থেকে ইস্রায়েলের রাজ্য বলতে যা বোঝায় তা আর নেই। সেই রাজমুকুট নিয়ে যাওয়া হয়েছে, "*সেই মনোনীত ফিরে আসার পর তার হাতেই তা দেওয়া হবে*"। একথাটির অর্থ নিশ্চয় আমরা বুঝতে পারি যে, সেই একজন মনোনীত, যার উত্তরাধিকার হিসাবে সেই সিংহাসন তুলে রাখা হয়েছে এবং তার আগমনের পরই সেই চিরস্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা সকলেই জানি যে, যীশু সুসমাচার বা ঈশ্বরের রাজ্যের সুখবর প্রচার করেছিলেন বিষয়টি চিন্তা করুন যে বাইবেলে তার সম্পর্কে পূর্বেই যা বলা হয়েছে তা ঐ প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। তিনি ফরিশীদের বলেছিলেন যে, "*অব্রাহাম আমার দিনগুলি দেখেছেন এবং তিনি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন*"। একথা বলার দ্বারা যীশু কি বোঝাতে চেয়েছেন? একথার দ্বারা যীশু বোঝাতে চেয়েছেন যে অব্রাহাম তার দুরদৃষ্টি দিয়ে যীশুর সময়, বিশেষত তার ক্রুশে মৃত্যুবরনের দৃশ্য দেখেছেন, যার মধ্যে দিয়ে ইস্রায়েলসহ সকল জাতির মুক্তি সাধিত হয়েছে।

প্রতিজ্ঞাত সেই বংশধর

আমাদের এখনকার অনুসন্ধানে আমরা ক্রমশ সেই প্রতিজ্ঞাত বীজ বা বংশধর বলতে রাজা দায়ুদের সন্তানের কথা প্রকাশ হতে দেখছি "*যিনি সেই উত্তরাধিকার* (যিহিস্কেল ভাববাদীর ভাষায়) *, যার রাজ্য কখনই শেষ হবে না*"। যদি সেই বীজ বা বংশধর হবার কাছে করা প্রতিজ্ঞাত বংশধর ও অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞাত বীজ বা বংশধর হয় তাহলে আমরা সহজেই এই পৃথিবী ও পৃথিবীর লোকদের নিয়ে ঈশ্বরের মুক্তির পরিকল্পনা সহজেই বুঝতে পারব।

লূক এবিষয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ন ও বোঝার জন্য সহজ করে লিখেছেন, "*একটি পুত্রের জননী হবে তুমি তাঁর নাম রেখো যীশু। তিনি মহান পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র নামে আখ্যাত হবেন তিনি। প্রভূ ঈশ্বর তাঁকে তাঁর পুর্বপুরুষ রাজা দায়ুদের সিংহাসনের অধিকারী করবেন ----*"(লূক ১ঃ৩১-৩৩)

২ শমূয়েল ৭ঃ১২ পদে পুনরায় প্রতিজ্ঞাটির কথা উলেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, রাজা দায়ুদের কাছে যার বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে তিনি হবেন দায়ুদের নিজের বংশ থেকে এবং তিনি ঈশ্বরেরও পুত্র হবেন। কুমারী মরিয়মের কাছে যখন স্বর্গদুত কথা বলেন, তখন তিনি রাজা দায়ুদের কাছে প্রতিজ্ঞার কথা পুনরুলেখ করেন এই বলে যে, যিনি রাজা দায়ুদের সিংহাসনে বসবেন। যিরুশালেম নগরীতে রাজা দায়ুদ তার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বসেই তিনি ইস্রায়েলদের শাসন করেন। যীশু এলেন এবং যিরুশালেম নিবাসী তার সব আপন লোকদের দ্বারাই ক্রুশে মৃত্যুবরন করেন। ফলে ঐ প্রতিজ্ঞা পুরনের জন্যই যীশুকে আবার এই জগতে আসতে হবে এবং যিরুশালেমের সিংহাসনে বসে রাজা দায়ুদের সিংহাসনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এবিষয়ে আরো আলোচনা চালিয়ে যাবার আগে পাঠকদের কুমারী মরিয়মের কাছে স্বর্গদুতের প্রতিজ্ঞার শেষ অংশটি একটু দেখা প্রয়োজন। লূক ১ঃ৩২ পদ বলে, "*---- এবং যাকোব* (ইস্রায়েল) *কুলের উপর তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন, তাঁর রাজত্ব কখনও শেষ হবে না*"। এর পর পরই মরিয়মকে বলা হয়েছে যে, কিভাবে এই মহান ঘটনাগুলি ঘটবে - কিভাবে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি পবিত্র আত্মা সেই গর্ভজাত সন্তানের উপর অধিষ্ঠিত হবেন। "*প্রভূ ঈশ্বরের শক্তিতে তুমি হবে পবিত্রকৃত; তোমার গর্ভে যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহন করবেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন।*" এবিষয়টি লক্ষ্যযোগ্য যে, যীশুও নিজেকে একাধারে ঈশ্বরের পুত্র ও মনুষ্যপুত্রও বলেছেন।

লূক ১ঃ৫৪ পদে মরিয়ম সদাপ্রভুর ব্যাপক প্রসংশা করার পর তিনি সদাপ্রভূ কর্তৃক ইস্রায়েল জাতির প্রতি অসাধারন সাহায্যের কথা স্মরন করেছেন, "*আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে অব্রাহাম ও তাঁর বংশের প্রতি চিরদিন যে করুনা প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি সেই প্রতিশ্রুতি স্মরন করে তিনি নিজ দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন*"। এখানে যে অপূর্ব নাটকীয় একটি অবস্থার কথা প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে শুধুমাত্র যে রাজা দায়ুদের বংশজাত বলে যীশুকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তা নয় বরং অব্রাহামের বংশজাত হিসাবেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও যোশেফ ও মরিয়ম যখন যিহুদী ব্যবস্থার প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনের জন্য যীশুকে উৎসর্গ করতে যিরুশালেম মন্দিরে নিয়ে গেলেন তখন সেখানে শিমিয়োন নামে একজন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে আবৃত হয়ে "*ইস্রায়েল জাতির মুক্তিও*" (সান্তনা) জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পবিত্র আত্মা তাকে এই অনুভূতি দান করে যে, তার প্রভূ খ্রীষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না। শিশু যীশুকে দেখে শিমিয়োন বললেন, "*হে স্বামিন, এমন তুমি তোমার বাক্যানুসারে তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় করিতেছ, কেননা আমার নয়ন যুগল তোমার পরিত্রান দেখিতে পাইল, যাহা তুমি সকল জাতির সন্মুখে প্রস্তুত করিয়াছ, পরজাতিগনের প্রতি প্রকাশিত হইবার জ্যোতি ও তোমার প্রজা ইস্রায়েলের গৌরব*"(লূক ২ঃ২৯-৩১)।

এই ঘটনা যীশুর বেশ ছোটবেলায় ঘটেছিল। মাত্র বারো বছর বয়সেই তিনি তার এজগতে আসবার উদ্দেশ্যে বা পরিনতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন; যেকারনে তিনি মন্দির থেকে তাড়াতাড়ি তার মা-বাবা মেরী ও যোশেফ -এর সাথে নাসারত গ্রামে ফিরে না গিয়ে মন্দিরে কিছুক্ষন থেকে গেলেন। এবং যখন তার মা-বাবাকে দেখলেন তখন বললেন, "*---- কেন আমার অন্বেষন করিলে ? আমার পিতার গৃহে আমাকে থাকিতেই হইবে, ইহা কি জানিতে না?*" (লূক ২ঃ৪৯)। যীশুর সম্পর্কে একটু পরে আবার বলা হয়েছে যে, "*যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন*" (লূক ২ঃ৫২)।

"*তৎকালে যীশু যোহন দ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার জন্য গালীল হইতে যর্দ্দনে তাহার কাছে আসিলেন। কিন্তু যোহন তাঁহাকে বারণ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, আপনার দ্বারা আমারই বাপ্তাইজিত হওয়া আবশ্যক, আর আপনি আমার কাছে আসিলেন?*" (মথি ৩ঃ১৩-১৪)। তবে যীশু এই বাপ্তিস্ম গ্রহন করাকে, "*ধার্মিকতা সাধন করা*" মনে করতেন। তাঁর বাপ্তিস্মের সময়ে ঈশ্বর আকাশ থেকে স্বরবে ঘোষনা করলেন, "*ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত*" (মথি ৩ঃ১৭)।

স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার

মথি ৪ঃ২৩ পদ থেকে আরও পরিষ্কার ধারনা পাওয়া যায় যে পৃথিবীতে থাকাকালীন যীশুর কাজ কি ছিল, "*পরে যীশু সমুদয় গালীলে ভ্রমন করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের সমাজগৃহে উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন এবং লোকদের সর্বপ্রকার রোগ ও সর্বপ্রকার পীড়া ভালো করিলেন।*" স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে তিনি কি শিক্ষা দিয়েছিলেন তা বুঝতে হলে আমাদের পুরাতন নিয়মে তাঁর বিষয়ে উলেখিত প্রতিজ্ঞা সমূহ সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন সেগুলি আগে দেখা প্রয়োজন। তিনি যে স্বর্গরাজ্যের কথা বলেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে এসম্পর্কিত সকল অভিযোগের সদুত্তর দেওয়া প্রয়োজন ছিল। বাস্তবে রাজা আগস্ত কৈশরের বিরুদ্ধে বা তার রাজ্যের স্থলে অন্য আর একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে।

তবে সাধারন জনগন তাঁর কথা "*আনন্দ সহকারে শুনতেন*" এবং তারাই তাকে গ্রহন করেছিলেন ও তাদের রাজা বানিয়েছিলেন। এখানে কোন সন্দেহ নাই যে তিনি তাদের কাছে ইস্রায়েলের রাজ্য সম্পর্কে কথা বলেছিলেন (মথি ১৯ঃ২৮, লূক ১৩ঃ২৮-২৯)। এটাও নিশ্চয় ঠিক যে, তিনি সেই রাজ্যে অনেক ইস্রায়েল ব্যক্তির স্থান লাভের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কথাও বলেছিলেন।

তিনি দৃষ্টান্ত সহকারে শিক্ষা দেন। তার অনেক দৃষ্টান্তই পরিষ্কারভাবে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তার আগ্রহ প্রকাশ করে। এমনই একটি দৃষ্টান্তের বর্ননা করা হয়েছে যে, একজন ব্যক্তি তার অধিনস্থ দাস দাসীদের কাছে দায়িত্ব দিয়ে দুরদেশে গেলেন, ফিরে এসে তার দাস দাসীদের কাজের বিচার করবেন, যেসব কাজের দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন তা ভালোভাবে পালন করার জন্য পুরষ্কার হিসাবে বিভিন্ন নগর দান করবেন। এই দৃষ্টান্তে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, খুব শীঘ্রই তিনি ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা করছেন না, কিন্তু বর্তমান সময় থেকে একটু পরে এবং একটি অপ্রকাশিত সময়ের পরে তিনি ফিরে আসবেন ও তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন (লূক ১৯ঃ১১-২৭)।

তাঁর পরিচর্যা কাজ এগিয়ে যাবার সাথে সাথে যীশু তাঁর কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরো বেশি বেশি করে কথা বলতেন। দ্বিতীয়বার যখন তিনি ফিরে আসবেন তখন এই পৃথিবীর অবস্থা কেমন থাকবে সেসম্পর্কেও তিনি কথা বলেছেন। তিনি সেই সময়কে নোহের সময়ের সাথে তুলনা করেছেন, যখন গোটা পৃথিবী দুষ্টতা-পাপাচারে ভরে যাবে, এবং এমন অবস্থা হবে যে ঈশ্বর এই পৃথিবীর উপর মানুষ সৃষ্টি করে দুঃখীত হবেন, এই সময়কে তিনি 'সদোম' এর সময়ের সাথেও তুলনা করেছেন।

আমরা এখন বুঝে দেখতে পারি যে, পৃথিবীর শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি, কারন যীশু যেসব বিষয়ে ইংগিত দিয়েছিলেন সেগুলি পৃথিবীর চারদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তিনি তাঁর অনুসারীদের বলেছেন যেন তারা এসব চিহ্ন ঠিকমত পর্যবেক্ষন করে, ফলে তারা যেন সময় সম্পর্কে অসতর্ক না হয়ে পড়ে।

দুটি গুরুত্বপূর্ন শাস্ত্রাংশে আছে যেগুলি পুরাতন নিয়মে যেসব প্রতিজ্ঞা বা ভবিষ্যতবানী করা হয়েছে সেগুলির সাথে যীশুকে সম্পর্কযুক্ত করে। প্রথমটি মথি ১৬ঃ১৬ পদে দেখা যায়, এখানে পিতর যীশু সম্পর্কে তার বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি করেছেন- "*শিমোন পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন, আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র*"। দ্বিতীয়টি দেখা যায় লূক ২০ঃ৪১ পদে, যেখানে যীশু শিক্ষাগুরুদের বললেন, আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, লোকে কেমন করিয়া খ্রীষ্টকে দায়ুদের সন্তান বলে? দায়ুদ তো আপনি গীত পুস্তকে বলেন, "*প্রভূ আমার প্রভূকে কহিলেন, তুমি আমার দক্ষিনে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগনকে তোমার পাদপীঠ না করি। অতএব দায়ুদ তাহাকে প্রভূ বলেন; তবে তিনি কি প্রকারে তাহার সন্তান ?*" শিক্ষাগুরুরা পবিত্র ব্যবস্থা শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন, তারা অবশ্যই জানতেন যে ঐ গীতের আড়ালে একটি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। এখানে আসলে যীশু যখন পৃথিবীর সকল মানুষের দ্বারা রাজা হিসাবে গৃহিত হবে এবং তার ফলে শত্রুরা তার দ্বারা পরাজিত হবে তখন তাকে পৃথিবী থেকে উর্ধ্বে তাঁর পিতার বা ঈশ্বরের সিংহাসনের উপরে উঠিয়ে নেবার কথা বলা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ৩ঃ২১ পদে এই প্রতীজ্ঞার সময়ের কথা বলা হয়েছে যে, "যে জয় করে তাঁহাকে আমার সহিত আমার সিংহাসনে বসিতে দিব"। আর তখনই অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞাটি পূর্ন হবে যে, তার বংশের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল পরিবার, পৃথিবীর উপরস্থ সকল লোক আর্শিবাদ প্রাপ্ত হবে।

পরবর্তীতে একটা সময় এলো যখন শিক্ষা শুরু ও ফরিশীরা যীশুর বিচার করার জন্য রোমীয় শাসক, পিলাতের সামনে নিয়ে আসবার ষড়যন্ত্র করল । রোমীয়রা এমন কোন ইস্রায়েলীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা গ্রাহ্য করতে কখনই রাজী হবে না যেগুলি তাদের নিজেদের ষ্ট্যাটাস বা অবস্থান সম্পর্কে এতটুকু বিব্রত করবে । রোম সরকারের অধীনে তাদের চাকুরীর জীবনযাপনেই তারা বেশী সন্তুষ্ট ছিল । আর এ কারনেই স্বর্গরাজ্য সর্ম্পকে শিষ্যদের প্রচারের ব্যাপারটি তাদের কাছে বেশী স্পর্শকাতর ছিল । তারা ঐ সময়কার নেতানেত্রী হওয়ায় স্বর্গরাজ্য সম্পর্কিত ঘোষনায় তাদের অগ্রনী ভূমিকা থাকা উচিত ছিল ।

আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও এবিষয়টিকে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করতে পারি । পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলিতে চরম ভোগ বিলাস ও নিরাপত্তায় বসবাসকারী খ্রীষ্টিয়ানরা এসব বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে কি বিব্রত হতে চান ? আমরা ব্যক্তিগত ভাবে বর্তমানে যে জীবনযাপন করছি তার সাথে কি "ঈশ্বরের রাজ্য" সম্পর্কে আমাদের প্রচার করার মনোভাব নির্ভর করে ? আমরা কি কখনই এটা উপলব্ধিকরেছি যে, স্বয়ং যীশু এই শুভবার্তাটি প্রচার করেছিলেন ? আমরা কি কখনও একথাটি চিন্তা করেছি যে, যীশু যে শেষ কাল সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন আমরা সেই শেষকালেই বসবাস করছি ? আমাদের জীবনের প্রতিটি চিন্তাকর্মে এগুলিকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে গ্রহন করলে তা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনার রূপরেখা বাস্তবায়নের সহায়ক হবে ।

যীশু ও পিতরের মাঝে যে কথোপকথন হয়েছিল তা আমাদেরকে যীশুর মিশন কাজ উপলব্ধি করতে পুনরায় সাহায্য করে । পিলাত বিচারের সময় যীশু যে জোর দাবী করতেন তিনি যিহুদীদের রাজা সে বিষয়ে জানতে চাইলেন । এ বিষয়ে যোহন ১৮ঃ৩৭ পদে লিখেছেন, "*তখন পীলাত তাঁহাকে বলিলেন, তবে তুমি কি রাজা ? যীশু উত্তর করিলেন, তুমিই বলিতেছ যে আমি রাজা । আমি এ জন্যই জন্ম গ্রহন করিয়াছি ও এই জন্য জগতে আসিয়াছি, যেন সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিই*"। পীলাত এ বিষয়টিতে একমত হয়েছিলেন যে, যিহুদীরা ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে যীশুকে তার কাছে নিয়ে এসেছে (মথি ২৭ঃ১৪) এবং তিনি যে, যীশুকে ছেড়ে দেয় এটা তারা কখনই চায় না । পীলাত "*আমি তো ইহার কোনই দোষ দেখিতেছি না----*" এ কথা বলার মধ্যে এটাও প্রকাশ করেছিলেন যে, যিহুদীরা যীশুর বিরুদ্ধে যে সব

অভিযোগ এনেছিল সে সব বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন । পীলাতের এই উক্তি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে তার নিজের অবস্থান রক্ষার জন্যই বরং বেশী প্রাসঙ্গিক ছিল । যার কারন স্বরূপ যীশু দোষী স্যাবস্ত হলেন এবং ফলস্বরূপ তাঁর সম্পর্কে সকল ভাববানী পূর্ণ হল ।

তাঁর বিশ্বস্ত সৃষ্টির প্রতি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের করুনা সম্পর্কে বুঝতে হলে আমাদেরকে একটু পিছনে - যেমন, নিস্তার পর্বের, মোশীর ব্যবস্থায় বিভিন্ন উৎস্বর্গ এবং এদোন উদ্যানে ফিরে যেতে হবে । একেবারে সেই শুরু বা এদোন থেকেই ঈশ্বর চেয়েছিলেন, একমাত্র রক্তপাতের বিনিময়েই পাপের গ্রহনযোগ্যতা লাভ হতে পারে । আদম ও হবার পাপের থেকে রেহাই পাবার জন্যই এদোন উদ্যানে একটি পশু বা বহু পশু হত্যা করা হয়েছিল । নিস্তার পর্বের মেষ, যা কোন ত্রুটি বিহীন পুরুষ মেষ, সেটি হত্যা করে উৎস্বর্গ করা হয়েছিল যেন মিশরের ইস্রায়েলীয়দের ঘর বাড়ীর সামনে দিয়ে কোন প্রকার প্রাণহানী ছাড়াই মৃত্যুর দুত চলে যায় । পাপের শাস্তির পরিবর্তে নির্দোষ পশু উৎসর্গের এই আইন বা ব্যবস্থা ক্রমশ পরবর্তী সময়েও চলতে থাকে, যা শেষ পর্যায়ে ক্রুশের উপর যীশুর জীবন উৎসর্গ করে সকল পাপীর পাপ ক্ষমা করা হয় ।

এই পরিচিত পদটির মধ্যদিয়ে উপরের বিষয়টি উলেখ করা হয়েছে *"---- কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়"* (যোহন ৩ঃ১৬)। মাত্র কয়েকটি শব্দে এখানে ঈশ্বরের সত্য বার্তাটিকে সমন্বিত করে প্রকাশ করা হয়েছে । একমাত্র একজাত পুত্রই কুমারীর গর্ভে জন্মলাভ করেছেন । পবিত্র আত্মার মাধ্যমে মেরীর গর্ভে জাত ঈশ্বরের পুত্র ও মনুষ্যপুত্র হবা, অব্রাহাম, যাকোব ও দায়ুদের বংশধর । তিনি ঈশ্বর প্রতিজ্ঞাত সেই উত্তরাধিকার যিনি "শয়তানের মস্তক" চূর্ণ করবেন । ইব্রীয় পত্রের ২ঃ১৪ -১৭ পদে এই বিষয়টি বর্ননা করা হয়েছে, এভাবে -

"ভালো সেই সন্তানগন যখন রক্ত-মাংসের ভাগী, তখন তিনি আপনিও তদ্রুপ তাহার ভাগী হইলেন; যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করেন, কারন তিনি ত দুতগনের সাহায্য করেন না, কিন্তু অব্রাহামের বংশের সাহায্য করিতেছেন। অতএব সর্ববিষয়ে আপন ভাতৃগণের তুল্য হওয়া তাহার উচিত ছিল, যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের উদ্দ্যেশে কার্য্যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন।"

এবিষয়ে আরও বলা প্রয়োজন যে, একমাত্র তাদের পাপের কথাই এখানে বলা হয়েছে, যারা তাঁকে বিশ্বাস করেন ও যাদের পাপের মূল্য তিনি দিয়েছেন। কিন্তু তাদের পাপের মূল্য দেওয়া হয়নি যারা তার সুসমাচারের বার্তা পরিবর্তন করে ও অন্য সুসমাচার প্রচার করে (গালাতীয় ১ঃ৬-৯)। যারা সেই প্রকৃত সুসমাচার বিশ্বাস করে যেটি স্বয়ং প্রভূ যীশু দিয়েছেন।

যোহন ৩ঃ১৬ পদে যীশুর কথাটি আদম ও হবাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে ইঙ্গিত প্রকাশ করে, যার অর্থ এই যে, অবাধ্যতা নিশ্চিতভাবেই মৃত্যু বয়ে আনবে, অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করে না তারা "*বিনষ্ট হবে*"। শুধুমাত্র যারা যীশুতে বিশ্বাস করবে, যিনি সেই শয়তান সর্পের মাথা ভাঙ্গবেন তাঁর বংশের একজন হিসাবে সে বিশ্বাসীও অনন্তজীবন লাভ করবে। আর এইসব কথার মাধ্যমে যোহন দেখাতে চেয়েছেন যে যারা যীশুকে বিশ্বাস করবে তারা চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করবে না তারাও 'বিনষ্ট' হবে।

যিশাইয় ভাববাদীর (৫৩ অধ্যায়) মাধ্যমে যে প্রতিজ্ঞাটি অনেক আগে করা হয়েছিল তার পূর্নতা লাভ হবে। যিশাইয়ের এই গোটা অধ্যায়টি ভাববাদী সম্পর্কিত দিক থেকে যীশুর প্রতি প্রযোজ্য, এর ৫ পদে বলা হয়েছে - "*কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত সিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চুর্ন হইলেন, আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল*"। এরপর ১০ পদটি বলে, "*তথাপি তাঁহাকে চুর্ন করিতে*

সদাপ্রভূরই মনোরথ ছিল; তিনি তাহাকে যাতনাগ্রস্থ করিলেন, তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উৎসর্গ করিবে, তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন ----"। ১২ পদটি বলে, "*---- আর তিনিই অনেকের পাপভার তুলিয়া লইলেন; এবং অধর্মীদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন*"। প্রিয় পাঠককে গোটা অধ্যায়টি মনোযোগসহকারে পড়তে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। পড়ার সময় তারা যেন অবশ্যই প্রভূর মুক্তির কাজগুলির সাথে বিষয়গুলিকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন, বিশেষভাবে মানুষের পাপজনিত কারন্তেবিনষ্ট' হবার আশংকা এবং এবিষয়ে মানুষকে ঈশ্বরের মহান ক্ষমা দানের জন্য তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্রকে সকলের পাপের শাস্তির জন্য উৎসর্গ করা ও মধ্যস্থতাকারী হিসাবে তাঁর ভূমিকা পালনের বিষয়টি।

রোমীয় শাসকরা বিপক্ষ যিহুদীদের প্ররোচনায় ঈশ্বর পুত্রকে ক্রুশারোপিত করলেন। তবে পীলাত সহজভাবে বিষয়টি নিতে পারেননি। তিনি অবশ্যই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইস্রায়েলীয় নেতাদের দিক থেকে রোম সরকারের প্রতি যে হুমকি বা ক্ষতির ভয় আছে তার থেকেও বেশী কোন বিষয় এর মাঝে আছে। যিহুদীদের ধর্মীয় পরিষদ ছিল পবিত্র শাস্ত্রের রক্ষক বা তত্বাবধানকারী এবং তাদেরই জনসাধারনের কাছে এবিষয়টি তুলে ধরা উচিত ছিল যে, যীশুর ব্যাপারে যা কিছু ঘটছে তা পবিত্র শাস্ত্রে আগেই ভবিষ্যতবানী করা হয়েছিল। তাদের উচিতছিল মশীহ কেমন হবেন যেবিষয়টি সকলের সামনে প্রকাশ্যে তুলে ধরা, পবিত্র সাস্ত্রের প্রতিটি ভাববানী সম্পর্কে আলোচনা করা বা তার বক্তব্য সকলের সামনে তুলে ধরার ক্ষমতা যিহুদীদের ছিল, কিন্তু তারা তাদের নিজেদের স্বার্থ-অবস্থান রক্ষা করতে খুব বেশী ব্যস্ত ছিল এবং এজন্যই যীশুর প্রতি অন্যায় যা কিছু ঘটেছিল তার জন্য মূলত যিহুদীরাই দায়ী ছিল - অর্থাৎ তারাই যীশুকে ক্রুশারোপিত করেছিল।

উদ্ধারকারী উৎসর্গ - যীশুর বাধ্যতার উত্তর - অনুগ্রহের সুসমাচার

বাইবেলের পবিত্র শাস্ত্রাংশগুলিতে যীশুর কথা ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং তিনি ভালো করে জানতেন তাঁর পরিনতি কি বা তাঁর ভাগ্যে কি আছে। একজন প্রতক্ষদর্শী হলেও যোহন এগুলি লিপিবদ্ধ করেননি, "*ইহার পরে যীশু, সমস্তই এখন সমাপ্ত হইল, জানিয়া শাস্ত্রের বচন যেন সিদ্ধ হয়, ----*"। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তিনি একেবারে নিষ্পাপ নির্দোষ একজন হিসাবে মৃত্যুবরন করলেন। তাঁর পিতার ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করার পর যীশু ঈশ্বরের অত্যন্ত বাধ্য থেকে সকলের পাপের জন্য নিজেকে বলি হিসাবে উৎসর্গ করলেন।

রোমে বসবাসকারী বিশ্বাসীদের কাছে লেখা পত্রে পৌল যীশুর এই বলি হিসাবে উৎসর্গ হওয়ার ফলাফল বিস্তারিতভাবে বর্ননা করেছেন। এখানে এবিষয়টি স্মরনে রাখা আবশ্যক যে, পৌলের সকল লেখাই তিনি যীশুতে বাপ্তিস্ম গ্রহনকারী ও তাঁকে অনুসরনকারী হিসাবে যারা তার চিঠি পড়তেন, তাদের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে এটা ঘোষনা করেছিলেন, যারা যীশুকে বিশ্বাস করে পাপের ক্ষমা লাভের সুযোগ গ্রহন করেছে কেবলমাত্র তাদের জন্যেই তাঁর পরিত্রান সাধিত হয়েছে।

"*যারা যীশুতে আছেন*"তাদের প্রতি যীশুর উদ্ধারকারী ক্ষমতা সম্পর্কে জোড় দিয়ে লিখেছেন পৌল রোমীয় বিশ্বাসীদের প্রতি পত্রে - "*অতএব এখন, যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, তাহাদের প্রতি কোন দন্ডাজ্ঞা নাই। কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা, তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে*" (রোমীয় ৮ঃ১-২)।

এভাবে আমরা দেখি হবার কাছে করা প্রতিজ্ঞার পূর্নতা লাভ করেছে যীশুর মাধ্যমে, এখন তারই বংশজাত একজন সর্পের মাথায় আঘাত করে তা চুর্ন করেছে। শয়তান সর্পের আর ছোবল মারবার ক্ষমতা রইল না। কারন পাপের প্রায়শ্চিত্তের উদ্ধারকারী হিসাবে যীশু নিজেকে উৎসর্গ করার ফলশ্রুতিতে ব্যবস্থা ভংগের কারনে পাপ ও মৃত্যুর সকল ক্ষমতা শেষ হয়েছে। একারনেই যারা যীশুতে বিশ্বাস স্থাপন করবে তারা কখনই বিনষ্ট হবে না (যোহন ৩ঃ১৬)। বিশ্বাস করার অর্থ'বোঝা'। অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার সম্পর্কে বোঝা। এছাড়াও অব্রাহামের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা

হয়েছিল তা চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞার সাথে একত্রীত হয়ে কার্যকরী হয়েছে - "---- *এবং তোমাতে ভুমন্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আর্শিবাদ প্রাপ্ত হইবে*" (আদি ১২ঃ৩)।

আর এখন এটাও দেখা যাওয়া উচিত যে, এটাই সেই সময় যখন প্রতিজ্ঞাত সেই বংশের উত্তরাধিকার হবেন প্রতিজ্ঞাত রাজা। এই বিষয়টি যে শুধু হবার, অব্রাহামের, ইসহাকের, যাকোবের ও দায়ুদের বংশধর হিসাবে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তা নয়, কিন্তু রাজা দায়ুদের কাছে যেভাবে বলা হয়েছিল, "---- *ও সে আমার পুত্র হইবে*" তাদ্বারা বোঝা যায় যে তিনি ঈশ্বরেরই সন্তান (২শমুয়েল ৭ঃ১৪)। এজন্য সুসমাচারে বিশ্বাস করার অর্থ, যীশুর স্বর্গীয় জন্ম কুমারীর গর্ভে জন্ম লাভের বিষয়টিও বিশ্বাস করা আবশ্যক।

একারনেই যীশু মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল এবং এবিষয়টি আদম-এর পরবর্তী সকলের প্রতি বংশ পরম্পরায় পাপের শাস্তির ফলস্বরূপ ঘটেছিল বা ঘটছে। এটা সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য এবং আমরা সকলেই ব্যাথাতুর অভিজ্ঞতায় এবিষয়ে অবগত।

পুনরুত্থানের সুসমাচার - *"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন"*

অন্যসব মানুষের সঙ্গে যীশুর মৌলিক পার্থক্যগুলি হচ্ছে, তিনি একটি সম্পূর্ন পবিত্র বা নির্দোষ জীবন-যাপন করেন, মৃত্যু দন্ডপ্রাপ্ত সকল মানুষকে রক্ষার জন্য তিনি তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, আর এই উৎসর্গ তাঁর পিতা ঈশ্বর গ্রহন করে নিয়েছেন সেই মৃত্যু থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করে। যীশুও জানতেন যে, একজন উদ্ধারকর্তা আসবেন বলে পুরাতন নিয়মে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে এবং এমন স্বর্গীয় প্রতিজ্ঞাত উদ্ধারকারী কখনই মৃত্যুর কাছে পরাজিত থাকতে পারেন না। অব্রাহাম ইসহাককে যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন তার মধ্যে তিনি ভাববাদীয় চিহ্ন বা প্রতীক লক্ষ্য করেছিলেন। অব্রাহাম তার প্রতিজ্ঞাত ছেলেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ করেননি। তিনি এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন, যদি প্রয়োজন হয় ঈশ্বর নিশ্চয় তাঁর ছেলে ইসহাককে ফিরিয়ে আনতে পারবেন, কারন ঈশ্বরই প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, "---- *কেননা ইসহাকই তোমার বংশ আখ্যাত হইবে*" (আদি ২১ঃ১২)। শেষ মূহুর্তে ইসহাক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন, তা সত্ত্বেও ঈশ্বর নিজে তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গের জন্য একটি নির্দোষ পুরুষ ছাগবৎস অব্রাহামের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এই ঘটনাটি এই সত্যকে প্রকাশ করে তাঁর নিরুপিত সময়েই ঈশ্বর পাপের প্রায়শ্চিত স্বরূপ উৎসর্গ সরবরাহ করবেন। এবং মানুষের প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালোবাসা ও অনুগ্রহের কারনেই ঈশ্বর তাঁর নিরুপিত সময়ে তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্রকে দান করলেন।

এটা খুবই মজার ব্যাপার যে, যীশুকে পুনরুত্থিত হবার প্রয়োজনে খুব অল্প সময়ই কবরে থাকতে হয়েছিল। কেনই বা এর এত প্রয়োজন ছিল? অনেকে যেমনটি বিশ্বাস করে যে, যদি মানুষের আত্মা অমরনশীল বা মৃত্যুহীন হয় তাহলে কেন তাকে আবার মৃত্যুর মাঝে *ঠেলে* দেওয়া? এই আত্মা যদি শুধুমাত্র মানবীয় দৈহিক আকার ধারন করে থাকে (যেমনটি অনেকে মনে করে) এবং যদি শুধুমাত্র এই দেহেরই মৃত্যু হয়- যেটি শুধু একটি বাহ্যিক খোলস বা আকারই হয়, যেমনটি যীশুরও ছিল, তাহলে কেন যীশু দৈহিকভাবে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন? তাহলে কেনইবা এর এত বেশি প্রয়োজন ছিল যে, "*কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে উঠাইয়াছেন তিনি ক্ষয় দেখেন নাই*" (প্রেরিত ১৩ঃ৩৭)? এই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয় হবে এমনটি যে, "*কেননা তুমি ধুলি এবং ধুলিতে প্রতিগমন করিবে*" - যে কথাটি আদমকে বলা হয়েছিল (আদি ৩ঃ১৯)। শুধু যে তার কোন একটা অংশে তা নয় মানুষ সম্পূর্নভাবেই মরনশীল। তবে তার ভবিষ্যত জীবনের একটি মাত্র আশা তাহচ্ছে পুনরুত্থানে বিশ্রাম লাভ করা। যিহিস্কেল ১৮ অধ্যায়ে দু'বার একথাটির উলেখ রয়েছে যে, "----- *যে প্রানী পাপ করে, সেই মরিবে*"।

পঞ্চাশত্তীর দিনে প্রেরিত পৌল পবিত্র আত্মার আবেশে কথা বলার সময় তাঁর শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, নাসারতীয় যীশুকে এই যিহুদীরাই ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করেছিল, "*ঈশ্বর মৃত্যু-যন্ত্রনা মুক্ত করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়াছেন; কেননা তাহাকে ধরিয়া রাখিতে মৃত্যুর সাধ্য ছিল না*" (প্রেরিত ২ঃ২৪)। প্রেরিত পুস্তকের এই অংশটি বিশেষ করে যীশুর মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে উঠবার প্রয়োজনীয়তা জানার ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে পড়া আবশ্যক।

এই ঘোষনার সাথে সাথে দায়ুদ সম্পর্কে পিতরের একথাটি ও অত্যন্ত লক্ষ্যনীয়, "---- *তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং কবর প্রাপ্তও হইয়াছেন, আর তাঁহার কবর আজ পর্যন্ত আমাদের নিকটে রহিয়াছে*" (প্রেরিত ২ঃ২৯)। পিতর পরে তাঁর শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একথাগুলো বলেন যে, যদিও দায়ুদ এখনও কবরে শায়িত আছেন, তবুও তার বিষয়ে এই ভবিষ্যতবানী করা হয়েছিল যে, "---- তাঁহার ঔরসজাত একজনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন; অতএব পুর্ব হইতে দেখিয়া তিনি খ্রীষ্টেরই পুনরুত্থান বিষয়ে এই কথা কহিবেন যে, তাঁহাকে পাতালে পরিত্যাগও করা হয় নাই, তাঁহার মাংস ক্ষয়ও দেখে নাই" (প্রেরিত ২ঃ৩০-৩১)।

সুতরাং আমরা লক্ষ্য করি যে, তাঁর আত্মাও কবরের মধ্যে গিয়েছেন। প্রেরিত ২ঃ৩৪ পদে পিতর দায়ুদ সম্পর্কে বলছেন, (ঈশ্বরের আপন হৃদয়ের ভেতরে অবস্থান যে ব্যক্তির), "*কেননা দায়ুদ স্বর্গারোহন করেন নাই, কিন্তু আপনি এই কথা বলেন, প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, তুমি আমার দক্ষিনে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগনকে তোমার পাদপীঠ না করি*"।

তাহলে দায়ুদ পুনরুত্থিত হননি তখন এবং এখনও তিনি পুনরুত্থিত নন, কিন্তু সেই সময়ের জন্য কবরের মধ্যেই প্রতীক্ষা করছেন যখন প্রভূ যীশু এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন ও স্বর্গরাজ্যের হিসাব গ্রহন করবেন (লূক ১৯ঃ১৫)।

পুনরুত্থানের পর বেশ কয়েকজন যীশুকে চাক্ষুস দেখেছিলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্যদের সাথে তিনি কথাও বলেছিলেন। এমনকি তাদের কাছে খেতে চেয়েছিলেন যেন তারা বুঝতে পারেন যে, তিনি'আত্মা' ছিলেন না। তাঁর নিজের ভাষায় "*আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ; কারন আমায় যেমন দেখিতেছ, আত্মার এরূপ অস্থি-মাংস নাই*"। তাহলে যীশুর এই খাওয়া ও দৈহিক আচরন পুনরুত্থানের পর তাঁর দৈহিক বাস্তবতাকে প্রমান করে (লূক ২৪ঃ৩৯)।

সুতরাং আমরা দেখি যীশু তাঁর ক্ষনস্থায়ী পার্থিব জীবনযাপন শেষ করেছেন। এরপর এখন তিনি এই পৃথিবীর উপরেই তাঁর স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করছেন- কার জন্য এই রাজ্য? যারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন তারা কখনই বিনষ্ট হবে না (যোহন ৩ঃ৫,১৬)। "*আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, এইরূপ লিখিত আছে যে, খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করিবেন এবং তৃতীয় দিনে মৃতগনের মধ্য হইতে উঠিবেন; আর তাঁহার নামে পাপ মোচনার্থক মনপরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে - যিরুশালেম হইতে আরম্ভ করা হইবে*"(লূক ২৪ঃ৪৬-৪৭)।

কেন যিরুশালেম থেকে? কারন এটি, ---- মহান রাজার নগরী (মথি ৫ঃ৩৫)। ৪৮ তম গীতসংহিতার প্রথম অংশেই যিরুশালেমকে নির্বাচিত করা সম্পর্কে বলা হয়েছে- "*সদাপ্রভু মহান ও অতীব কীর্ত্তনীয়, আমাদের ঈশ্বরের নগরে তাঁহার পবিত্র পর্বতে। রমনীয় উচ্চভুমি, সমস্ত পৃথিবীর আনন্দস্থল, উত্তর প্রান্তস্থিত সিয়োন পর্বত, মহান রাজারপুরী*"। যেহেতু গীতটি "*সমস্ত পৃথিবীর আনন্দ*"এর কথা উলেখ করে যেহেতু এটি একটি ভাববাদীয় বাচ্য। এটি অব্রাহামের কাছে করা সেই সার্বজনীন প্রতিজ্ঞার অংশ যেখানে তাঁর বংশের মাধ্যমে সমগ্র মানব পরিবারকে আর্শীবাদ করার কথা বলা হয়েছিল।

করিন্থীয়দের প্রতি লেখা পৌলের প্রথম পত্রের ১৫ অধ্যায়ে লেখা হয়েছে, যীশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও তা ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিকল্পনাকে নষ্টপথে নিয়ে যায়।

তাহলে এই যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে যে, যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুবরন করেছিলেন ও পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। আর এগুলো যদি সত্যি না হত তবে যীশু ও সকল বিশ্বাসীদের প্রতি তার ফলাফল কি হত বা কি প্রতিক্রিয়া হত তাও বলেছেন পৌল। খ্রীষ্ট যীশু যে সত্যিই পুনরুত্থিত হয়েছেন সেটা পৌল অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর কথা উলেখ করেছেন এবং রাস্তায় যীশুর দর্শনের মাধ্যমে তার প্রমান পেয়েছেন বলেও তিনি উলেখ করেছেন। যীশুই প্রথম যিনি কবর থেকে উঠেছেন অনন্ত জীবন লাভের জন্য। তাই কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে উঠার ব্যাপারে যীশুই যদিওপ্রথম ফলাফল' হন তবে অবশ্যই দায়ুদ, ইসহাক, ইস্রায়েল (যাকোব), অব্রাহাম এবং আরো অনেক পবিত্র ব্যক্তিরা মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে ওঠার জন্য এখন কবরে প্রতীক্ষা করছেন।

"শেষ সময়" সম্পর্কে বেশ সুন্দর একটা পদ আছে, তাহলো - *"---- কিন্তু তৎকালে তোমার স্বজাতীয় যে কাহারও নাম পুস্তকে লিখিত পাওয়া যাইবে, যে উদ্ধার পাইবে। আর মৃত্তিকার ধুলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে - কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যে এবং কেহ কেহ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃনার উদ্দেশ্যে"* (দানিয়েল ১২ঃ১-২) তাহলে দেখা যাচ্ছে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে -দুই শ্রেণীর লোক থাকবে - প্রথমত একদল, যারা কবরের গুহা থেকে পুনরুত্থিত হয়ে উঠবে এবং আর একদল যারা পুনরুত্থিত হবে না, কারন এখানে বলা হয়েছেঅনেকে', যার অর্থ আরও কিছু লোক থাকবে যারা কবরের ভিতরেই মৃত অবস্থায় থেকে যাবে।

মৃত থেকে পুনরুত্থিতরা বিচারের মাধ্যমে দুটি দলে বিভক্ত হবে- যারা অনন্ত জীবনের জন্য পুনরুত্থিত হয়েছেন তারা অনন্ত জীবন লাভ করবেন এবং অন্যরা লাভ করবে অনন্ত মৃত্যু - এ দু'দলই পুনরুত্থিত হয়ে উঠবে। ১ করিন্থীয় ১৫ঃ২২-২৩ পদে লেখা এ সম্পর্কিত পৌলের কথাগুলো পড়লে আমরা এবিষয়ে একটা উপসংহারে পৌছতে পারি - *"কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে জীবনপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু প্রত্যেক জন আপন আপন শ্রেণীতে; খ্রীষ্ট অগ্রিমাংশে, পরে খ্রীষ্টের লোক সকল তাঁহার আগমন কালে"*।

আমরা সকলেই *"আদম থেকে"* সুতরাং সকলেই মরব, কিন্তু সকলেই *"খ্রীষ্টে"* বিশ্বাসী নয় কিন্তু কেবল তারাই *"খ্রীষ্টেতে"* - যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছে, সকলেই বিচারের সন্মুখীন হবার জন্য পুনরুত্থিত হবে। কিন্তু কখন? যীশুর পুনরাগমনের সময়। পৌল যেমন যীশুর প্রথম আগমন সম্পর্কে লিখেছিলেন, তেমনি তখন তার দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে উলেখ করারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পুনরুত্থান সম্পর্কে আরও অনেক বেশি লেখা সম্ভব হতে পারত, তবে একথাটি অবশ্যই স্মরনে রাখতে হবে যে, যদিও এসকল সত্য বাইবেলের মাঝে সন্নিবেশিত আছে তবুও যারা এসম্পর্কে জানতে আগ্রহী তাদেরকে সাহায্য করার জন্যই সহায়ক রূপরেখা হিসাবে শুধুমাত্র এ বইতে এসব লেখা হয়েছে। ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে প্রকৃত সত্য জানার জন্য বাইবেলের বিকল্প আর কিছুই নাই। এবার ফিরে তাকান সেই শেষ সময়ের দিকে যখন যীশুকে শুধুমাত্র মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলা হয়েছে, কিন্তু তখনও চলিশদিন পার হবার পর তাঁকে তাঁর পিতার কাছে স্বশরীরে উঠিয়ে নেওয়া হয়নি।

সেই একই যীশু ---- ফিরে আসবেন একইভাবে, ঠিক যেভাবে আমরা তাঁকে চলে যেতে দেখেছি

যেদিন যীশু স্বর্গারোহন করবেন সেদিন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যীশু জৈতুন পর্বতের উপরে গেলেন। যীশু তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার সম্পর্কে যা যা শিক্ষা দিয়েছিলেন সেসব বিষয়ের পুর্নতা সম্পর্কে জানার জন্য শিষ্যরা এসময়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

"যদি" স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা হত- এমন কোন প্রশ্ন কখনই নয়, শিষ্যদের মনে সবসময় এ প্রশ্নটি উকি দিত্তকখন' সেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। যীশু তাদের শিক্ষক হিসাবে এবিষয়ে তাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেটা তাদের নিজেদের কথার মধ্যেই আমরা পাই। প্রেরিত ১ঃ৬ "---- *তাহারা একত্র হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভূ আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরাইয়া আনিবেন?*" অতএব এখানে সব থেকে বড় প্রশ্নটি হচ্ছে, "*প্রতিষ্ঠা*" করা ও "*ইস্রায়েল*"। রাজা দায়ুদ ও তার উত্তরসূরীদের সাথে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, সে বিষয়ে তিনি সুসমাচারের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার অন্য কোন অর্থ থাকতে পারে না । যীশুর শিক্ষা ছিল ঠিক এমনটি যে, পূর্বেই যে রাজ্যের অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল, ভবিষ্যতে সে রাজ্যই প্রতিষ্ঠা করা।

আর এভাবেই রাজা দায়ুদের কাছে তার বংশজাত এক সন্তানের যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, যিনি চিরস্থায়ীভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন সেই প্রতিজ্ঞার বিষয়টি সন্নিকট হয়ে এলো । সেইওএকজন' যার একমাত্র অধিকার ছিল এটি, যিহিস্কেল ভাববাদীর মাধ্যমে করা ভাববানীর পূর্নতা অনুসারে তিনি এপৃথিবীতে জন্মগ্রহন করলেন এবং এই পৃথিবীতেই তিনি তাঁর প্রথম অংশের জীবন যাপন করলেন। হবার কাছে করা প্রতিজ্ঞার বীজ পাপের প্রতিফলের উপর বিজয় লাভ করে, যা পরবর্তীতে বাস্তব সত্যে পরিনত হয়। নারী জাতীর মাধ্যমে হবার কাছে করা প্রতিজ্ঞার এই বীজ সরাসরি মরিয়মের মাধ্যমে প্রকাশিত হল, যিনি সরাসরি দায়ুদের ইস্রায়েলের (যাকোবের), ইসহাকের, অব্রাহামের অথবা আদমের উত্তরসূরী এবং এই অর্থে তিনি মনুষ্য সন্তান, কিন্তু ঈশ্বরের গভীর ভালোবাসার কারনে তিনি ঈশ্বরেরও সন্তান।

কিন্তু মানুষ তাঁকেই ক্রুশবিদ্ধ করল। আর একাজ করার মধ্যে দিয়ে একজন পুরুষ, একজন প্রথমজাত হিসাবে, একজন নিখুঁত, নির্দোষ হিসাবে তিনি ঈশ্বরের কাছে গ্রহনযোগ্য বলি হিসাবে উৎসর্গ হলেন। সুতরাং মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা এভাবে প্রকাশিত হল যে ঈশ্বর বাস্তবে তাঁর একমাত্র প্রিয়পুত্রকে - এবং একারনেই আমরা তাঁর কাছে আসতে পারি ---- "*যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়*" (অনন্তস্থায়ী জীবন যোহন ৩ঃ১৬)।

প্রিয় পাঠকরা এবিষয়ে বাইবেলের যে অংশেই পড়াশুনা করুন না কেন, এই কাহিনীর ধারাবাহিকতা একই। আর ওসুসমাচার' হচ্ছে সেই এদোন উদ্যান থেকে শুরু করে যুগে যুগে বহুবার বহুভাবে ঈশ্বরের ধারাবাহিকতা প্রতিজ্ঞার বাস্তব পরিপূর্নতা।

আমাদের পাঠের এই অংশে এসেও আমরা বলতে পারি, এখনও এটি একটি পবিত্র প্রতিজ্ঞা এবং শিষ্যদের কাছেও এবিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে, ঈশ্বর তাঁর আপন নিরুপিত সময়েই এই সুসমাচারের পূর্নতা আনবেন।

এইসব ঘটনার অল্প কিছু সময় পরই প্রভূ যীশু স্বর্গে চলে যান। প্রেরিত ১ঃ৯-১১ অংশে সেই ঘটনার সুন্দর একটি বর্ননা লেখা আছে- *"এই কথা বলিবার পর তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিতে উদ্ধেনীত হইল এবং একখানি মেঘ তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাঁহাকে গ্রহন করিল। তিনি যাইতেছেন, আর তাহারা আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময়, দেখ শুক্লবস্ত্র পরিহিত দুই পুরুষ তাহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন; আর তাহারা কহিলেন, হে গালীলীয় লোকেরা তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে উর্দ্ধে নীত হইলেন উহাকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন"*।

"সেইরূপে উনি আগমন করিবেন" - এর অর্থ যীশুকে স্বশরীরে দেখা যাবে। এর ফলশ্রুতিতে তাঁর শিষ্যরা প্রচার করতে শুরু করলেন যে, তিনি আবার ফিরে আসবেন, সেটা এতবেশী আশ্চর্য হবার বিষয় ছিলনা। নতুন নিয়মে শিক্ষাগুলি এজন্য দ্বিতীয় আগমনের কথায় ভরপুর। সামান্য একটু আশ্চর্য নয় কি এটি যে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছিলেন, তিনি ইস্রায়েলকে তাঁর রাজ্য হিসাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি তাদেরকে একথাও বলেছিলেন কখন একাজ করা

হবে তা ঈশ্বর ঠিক করবেন, এবং ঈশ্বরের দুতরা শিষ্যদেরকে বলেছিলেন যে, তিনি যেভাবে স্বশরীরে স্বর্গে চলে গেলেন সেভাবেই তিনি আবার ফিরে আসবেন।

প্রকাশিত বাক্য ১ঃ৫-৭ পদে যীশু নিজে এবিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রভূযীশু খ্রীষ্ট সাতটি মন্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে যে বিষয়গুলিকে চিঠি হিসাবে লিখে জানাবার জন্য নিজে শিষ্য যোহনের কাছে গিয়েছিলেন তারই ছোট একটি অংশ এটি। সতর্কতার সাথে এটি পড়ুন। এই শাস্ত্রাংশটিই আবার পরিত্রানের সুসমাচার ও এই পৃথিবীর উপরই তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে ঘোষনা করবে।

"---- যিনি বিশ্বস্ত সাক্ষী' মৃতগণের মধ্যে প্রথমজাত' ও পৃথিবীর রাজাদের কর্তা', সেই যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক। যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন, ও নিজ রক্তে আমাদের পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে রাজ্য স্বরূপ ও আপন ঈশ্বর ও পিতার যাজক করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা ও পরাক্রম যুগপর্যায়ের যুগে যুগে হউক। আমেন, দেখ তিনি "মেঘ সহকারে আসিতেছেন" আর প্রত্যেক চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে এবং "যাহারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহারাও দেখিবে;" আর পৃথিবীর "সমস্ত বংশ তাঁহার জন্য বিলাপ" করিবে। হ্যাঁ, আমেন"।

প্রকাশিত বাক্য ৫ঃ৯-১০ পদ আরও বলে-

"---- এবং আপনার রক্ত দ্বারা সমুদ্বয় বংশে, ভাষা, জাতি ও লোকবৃন্দ হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত লোকদিগকে ক্রয় করিয়াছ; এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে রাজ্য ও যাজক করিয়াছ; আর তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবে"।

উপরের এসব সাক্ষ্য প্রমানগুলি একসাথে পৃথিবীর সাথে ঈশ্বরের মহান উদ্দেশ্যের পক্ষে ইতিবাচক সাক্ষ্যদান করে। এইসব সাক্ষ্য প্রমান আমাদেরকে দেখায় যে কিভাবে সেই অব্রাহামের বংশ থেকে শুরু করে পৃথিবীর সকল মানুষের উপর তাঁর আর্শিবাদ বর্ষিত হয়েছে। যীশুই সেই মহান বলি উৎসর্গ যা সকল মানুষের পাপের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে এবং ঈশ্বরের দ্বারা তা গ্রহনযোগ্যও হয়েছে সকল বিস্তৃ বিশ্বাসীর পক্ষে। এজন্য যীশুই সেই প্রতিজ্ঞাত রাজা। তিনি নিজেই বলেছেন, এপৃথিবীতে ফিরে আসবেন এখানেই তাঁর রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে, আর এটাই হবে ঈশ্বরের রাজ্য, তাঁর অনুসারীরা পুরস্কৃত হবে - সেই মহান অধিপতির দৃষ্টান্তের মতই, যিনি নতুন একটি রাজ্য গ্রহন করবার জন্য তার নিজ দেশ থেকে দুরদেশে গিয়েছিলেন এবং আবার ফিরে এসেছিলেন। যেভাবে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন ঠিক সেভাবেই তাঁর অনুসারীরাও বিভিন্ন নগরী ও জাতি তাঁর পক্ষে রাজত্ব করবেন - "*কারন সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভূর মহিমা বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ন হইবে*" (হবক্কুক ২ঃ১৪)।

এক মহান আমন্ত্রন

প্রকাশিত বাক্য ৩ঃ২০ পদে আমরা গোটা মানব জাতির জন্য ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মহান আমন্ত্রনটি দেখতে পাই। এখানকার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, এই আমন্ত্রনটি এখনও ভবিষ্যতের জন্য। রাজা দায়ুদ যেটা বলেছিলেন সেটাই যীশু বলেছেন। সেই একই কথা দিয়ে যীশু ফরীশীদেরকে নিরুত্তর করেন, "*প্রভূ আমার প্রভূকে কহিলেন, তুমি আমার দক্ষিনে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগনকে তোমার পদতলে না রাখি*" (মথি ২২ঃ৪৪)।

সুতরাং পরে আমরা দেখি, যীশু এই আমন্ত্রন জানাচ্ছেন, "*দেখ, আমি দ্বারে দাড়াইয়া আছি, ও আঘাত করিতেছি; কেহ যদি আমার রব শুনে ও দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে আমি তাহার কাছে প্রবেশ করিব, ও তাহার সহিত ভোজন করিব, এবং*

সেও আমার সহিত ভোজন করিবে। যে জয় করে তাহাকে আমার সহিত আমার সিংহাসনে বসিতে দিব, যেমন আমি আপনি জয় করিয়াছি, এবং আমার পিতার সহিত তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছি" (প্রকাশিত বাক্য ৩ঃ২০-২১)।

পুর্ববর্তী আলোচনা থেকে এটি জলের মত পরিষ্কার যে যীশু স্বর্গে চলে গেলেও এখনও পর্যন্ত তাঁর সেই রাজ্য গ্রহন করেননি। স্বর্গে তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পাশে বসে সেই সময়ের অপেক্ষা করছেন, "*যে সকল সময় কি কাল পিতা নিজ কর্তৃত্বের অধীনে রাখিয়াছেনচ* (প্রেরিত ১ঃ৭)। আর একথাগুলিই যীশু তাঁর স্বর্গারোহনের কিছুক্ষন আগে তার শিষ্যদেরকে বলেছিলেন।

এবিষয়ে এটাও পরিষ্কার যে, এই একই বিষয় বাইবেলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি লাভ করেছে। প্রথম মানুষ আদম ঈশ্বরের বাধ্য হতে ব্যর্থ হবার পর থেকেই এর শুভযাত্রা। এরপর ঈশ্বর তার এক বিশেষ বংশজাত সন্তানের মাধ্যমে তার রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করেছেন। একসময় ঈশ্বরের সেই রাজ্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এই পৃথিবীর উপরই মরনশীল মানবীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে। কিন্তু সেই মানবীয় নেতৃত্ব বাধ্যতা ধরে রাখতে সম্পূর্ন ব্যর্থ হওয়ায় ঈশ্বর নিজে সেই রাজ্য ধ্বংস করে ফেলেন। পরবর্তীতে যীশু আবার সেই রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বরীয় প্রতিজ্ঞা পুরনের দায়িত্ব তুলে নেন। অবশেষে চুড়ান্তভাবে এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ন বিষয়টি হচ্ছে, এই শেষ রক্ষার বিষয়টি সকল বিজয়ী বংশের স্বীকৃতি দান করে।

সেই চুড়ান্ত বংশের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার পুর্ণতা

গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ৩ঃ১৬ পদে উলেখিত পদের মাধ্যমে আমরা আমাদের আলোচনার প্রথম বিষয়টিতে ফিরে আসতে চাই, যেটি এই পুস্তিকার শুরুতে বলা হয়েছিল - "*ভাল অব্রাহামের প্রতি ও তাঁহার বংশের প্রতি প্রতিজ্ঞা সকল উক্ত হইয়াছিল। তিনি বহুবচন্তেআর বংশ সকলের প্রতি না বলিয়া একবচনে বলেন, আর তোমার বংশের প্রতি' সেই বংশ খ্রীষ্ট*"।

পৌল এখানে যা বলছেন তাহচ্ছে অব্রাহামের বংশে হতে ধারাবাহিক সংখ্যা তাত্বিক হিসাব অনুসারে নয় কিন্তু প্রতিজ্ঞাত বিশেষ বংশ ছিলেন যীশু। তাঁরা সকলেই আর্শিবাদের সহভাগী, কিন্তু শুধুমাত্র তাঁদের বিশ্বাসী প্রার্থনায় ঈশ্বর একজন মশীহ পাঠাবার প্রতিজ্ঞা করেন, যিনি অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞার আর্শিবাদ প্রাপ্ত হয়ে মুক্তির কাজ করবেন। এমন দেখা যাবে যে, ঈশ্বর সমগ্র মানব জাতির অবিরতভাবে ঈশ্বরের অবাধ্য হবার বিষয়টি স্বীকৃতি দিয়েই, নারীর গর্ভজাত, ঈশ্বর পুত্র হিসাবে তাঁর একজাত সন্তানকে তাঁরই নিরুপিত সময়ে সমগ্র জগতের শাসনকর্তা হিসাবে দান করলেন। শাসনভার গ্রহনের পর তিনি রাজা দায়ুদের সিংহাসনে বসে রাজধানী যিরুশালেম থেকে বিশ্বের সকল মানবজাতির উপরে আর্শিবাদ স্বরূপ শাসন কার্য পরিচালনা করবেন।

আত্মার অমরনশীলতা সম্পর্কে ব্যাপক মানুষের মাঝে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, ধার্মিক লোকরা মৃত্যুর পর স্বর্গে স্থান পাবার মাধ্যমে পুরস্কৃত হবে। অদ্ভুত কথা - বাইবেলের কোথাও আত্মার অমরনশীলতার কথা বলা হয়নি। বাইবেলে আত্মার মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কখনই সেই মৃত্যু চিরস্থায়ী হবে না - সেকথাও বলা হয়েছে। বরং বাইবেল বলে আত্মা একজন ব্যক্তির সমগ্র স্বত্তার অংশস্বরূপ, গোটা জীবন ও ব্যক্তির স্বতন্ত্র ব্যক্তিসমগ্রের একটি অংশ। এন.আই.ভি (ঘ.ও.ঠ.) -এর মত কোন আধুনিক অনুবাদের বাইবেলের সাথে এ.ভি (অ.ঠ.) -এর মত কোন প্রাচীন অনুবাদের তুলনা করে দেখুন যেওআত্মা' বলতে কি বোঝানো হয়েছে। একটু ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে এসব পদগুলোতে "আত্মার" অর্থ বেশ খানিকটা পরিবর্তিত হয়েছে (উদাহরন ঃ আদি ১৯ঃ২০; ১শমুয়েল ২৫ঃ২৯; গীত ১৬ঃ১০; ২০ঃ২০,৩৯; যাকোব ৫ঃ২০)। এসব পদের ধারনাটি এমনভাবে এসেছে যে, "আত্মা" মানুষের ভেতরের অদৃশ্য একটি জিনিস - অথচ বাইবেলের অন্য কোথাও এসম্পর্কে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না।

বাইবেলে সবসময় ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে বলে, কিন্তু কখনই স্বর্গের মধ্যে সেই রাজ্যের কথা বলা হয়নি। বাইবেল বলে প্রভূযীশু পৃথিবীতেই ফিরে আসবেন এবং তাঁর সাথে পুরস্কার হিসাবেই রাজ্য আসবে (প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ১২)। স্বর্গে বিশ্বাসীদের পুরস্কৃত করার ব্যাপারেই এই স্বর্গরাজ্য দেওয়া হবে, তবে কখনই বিশ্বাসীরা সেই রাজ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য উর্দ্ধে স্বর্গে যাবেন এমন কথা নয়, কিন্তু তাদের বসবাসের স্থলেই সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে এমন কথাই বাইবেল বলে। বাইবেলে রাজা দায়ুদের কথা বলা হয়েছে, যিনি ঈশ্বরের আপন হৃদয়ের লোক ছিলেন। তিনিও স্বর্গে চলে যাননি (প্রেরিত ২ঃ২৯ ,৩৪)। তাছাড়া একথাও লেখা আছে যে, একমাত্র যীশু ছাড়া "*আর স্বর্গে কেহ উঠে নাই*"। বাইবেল বলে রাজা দায়ুদ এখনও স্বর্গে নয়, কবরের মধ্যে আছে- "*কেননা দায়ুদ স্বর্গারোহন করেন নাই, কিন্তু আপনি এই কথা বলেন, প্রভূ আমার প্রভূকে কহিলেন, তুমি আমার দক্ষিনে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগনকে তোমার পাদপীঠ না করি*" (প্রেরিত ২ঃ৩৪)।

পুনরুত্থানের কথা বলতে গিয়ে বাইবেল একেবারে শেষ সময়ের কথা বলে, যখন যারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত দায়িত্ববান তারা বিচারের সম্মুখীন হবার জন্য পুনরুত্থিত হবে- এদের মধ্যে অনেকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিতব্য ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্তকালস্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে মনোনীত হবেন, আবার অনেকে চুড়ান্ত ঘৃনা ও লজ্জার পাত্র হবে (যাকে দ্বিতীয় মৃত্যু বলা হয়েছে) (দানিয়েল ১২ঃ১-২)। বাইবেল বলে, তাদের সম্পর্কে, যে মনুষ্য ঐশ্বর্য্যশালী অথচ অবোধ, সে নশ্বর পশুদিগের সদৃশ্য (গীত ৪৯ঃ২০)। যোহন ৬ঃ৩৯ , ৪০ , ৪৪ , ৫৪ পদগুলোও দেখুন, এগুলি দেখায় যে, বিশ্বাসীদের প্রতি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে, তারা "*শেষ কালে*" উত্থাপিত হবেন। এমন চমৎকার প্রতিজ্ঞার কোনই অর্থ থাকে না যদি বিশ্বাসীদেরও আত্মা' এমন কোন জিনিষ হয় যার মৃত্যুর পর যার আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি যারা বাধ্য থাকেন তাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা ও আর্শিবাদের প্রতিজ্ঞায় ভরা রয়েছে বাইবেল। যারা নম্র, অর্থাৎ যারা বিনয়ী বা ঈশ্বর ভয়কারী তাদেরকেই ঈশ্বরের রাজ্য দেবার প্রতিজ্ঞা করেছেন ঈশ্বর । এই পৃথিবীর উপরে এটি এমন রাজ্য হবে যার উত্তরাধিকারী হবেন বংশ পরম্পরায় খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা। একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা সম্বলিত রাজ্যের দায়িত্বভারও বিশেষ' প্রকৃতিগত উপায়ে আগত অব্রাহামের বংশধরদের কাছে দেবার অঙ্গীকার করা হয়। এই মহান প্রতিজ্ঞাটি ছিল অব্রাহামের কাছে, তাঁর সন্তানদের কাছে, ও তার নাতি যাকোবের কাছে, এবং যাকোবের ১২ ছেলের বংশধরদের কাছে। যাকোবের ১২ ছেলে ইস্রায়েলের ১২টি গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার হন। এই প্রতিজ্ঞা পরবর্তীতে ঐ বারো গোষ্ঠীর পরবর্তী সকল বংশীয় সন্তানের উপর বর্ষিত বা প্রযোজ্য হয়- এমনকি মশীহ যীশু খ্রীষ্ট, যিনি দায়ুদের সন্তান, অব্রাহামের সন্তান, হবার সন্তান এবং যিনি সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের সর্বাপেক্ষা মহান দান, ঈশ্বরের পুত্র, তাঁর প্রতিও প্রযোজ্য।

আর এটাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনার বর্ননা বা গল্প কাহিনী। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত বইতে লেখকরা মানুষের ভাগ্য-ভবিষ্যত নিয়ে তাদের জীবনাচরন নিয়ে কতই না গল্প-কাহিনী লেখেন এবং শেষ পর্যন্ত তা একটি সমৃদ্ধশীল বা সুখী পরিনতির দিকে নিয়ে যান, কিন্তু তাদের এই পার্থিব সুখ-শান্তির কাহিনী শুধুমাত্র আমাদের এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালকে কেন্দ্র করে। অথচ বাইবেলের মত পরম আশ্চর্য্যের বইটি যে সুখ-শান্তির কথা বলে তার কোন অন্ত নেই। ঈশ্বরের রাজকীয় পুরোহিত হিসাবে যীশু অনন্ত জীবনের আমন্ত্রন জানান। যে রাজ্যে এই জীবন পরিচালিত হবে তা এই পৃথিবীর উপরেই এবং বাস্তব অর্থেই মানুষ পরিপূর্ন আনন্দ ও সুখ-শান্তি লাভ করবে।

তাহলে কেন মানুষ এত অবিশ্বাসী ও অজ্ঞ হয় ?

কেন ঈশ্বরের এত মধুর আশ্চর্য্যময় বানী সার্বজনীনভাবে সকলে বুঝতে পারে না ? এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হবে সেই একই কথা যে কেন মানুষ তার প্রথম অনুগ্রহ দানকে গ্রহন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। নারী ও পুরুষ সকলেই তার আপন পথে চলতে যায়। মানুষ তার মংগলের জন্য আরোপিত সকল আইন-কানুনের উর্দ্ধে থেকে মুক্ত থাকতে চায়।

তারা এমন এক রাজ্য চায় যেখানে তাদের স্বার্থপর আকাংখাসমূহ সবসময় পুরন হতে পারে। আর সেজন্যই তাদের এমন মনোভাব এমন নোংরা পার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করে যা আমরা আজকের পৃথিবীতে দেখতে পাই। এজন্য যীশু বলেছেন, "*---- কিন্তু মনুষ্যপুত্র যখন আসিবেন, তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাইবেন ?*" (লূক ১৮ঃ৮)।

যীশু মানুষ জাতিকে জানতেন এবং তাদের ভেতরে কি চিন্তা আছে তাও জানতেন। বাইবেল আমাদেরকে তাঁর আগমনের সময় এই জগতের ধর্মের অবস্থা কেমন হবে সেসম্পর্কে বলে, প্রেরিত পৌল সেসময়কার ঘটনাবলী সম্পর্কে বলেন এভাবে যে, "*আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে, এবং যিনি জীবিত ও মৃতগনের বিচার করিবেন সেই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে, তাঁহার প্রকাশপ্রাপ্তি ও তাঁহার রাজ্যেও দোহাই দিয়া -----*" (২ তীমথিয় ৪ঃ১)। প্রেরিত পৌলের এবিষয়ে কোনই সন্দেহ ছিলনা। ৪ঃ৭, ৮ ও ৯ পদে তিনি তার নিজের জন্য "*ধার্মিকতার মুকুট*" তোলা থাকার কথা বলেছেন। যে পুরস্কার মৃত্যু সময় নয় কিন্তু তিনি'সেইদিন' পাবার প্রত্যাশা করেছেন এবং "*কেবল আমাকে নয়, বরং যত লোক তাঁহার প্রকাশপ্রাপ্তি ভাল বাসিয়াছ, সেই সকলকেও দিবেন*"। কিভাবে বা কেন মানুষ পৌলের মত এত সুন্দর ও সহজ-সরল ভাষাও বুঝতে পারে না ?

পৌলের কথাগুলো যদি মিথ্যা হয় তবে নতুন নিয়মের অধিকাংশ লেখাই মিথ্যা হয়ে যাবে। কারন তিনি যা কিছু লিখেছেন তা সবই পবিত্র আত্মার ক্ষমতার অধীনে থেকে লিখেছেন। কিন্তু এটাই একমাত্র কারন যে, বিশেষভাবে পৌল পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যা যা লিখেছেন তার সবই সঠিক ও নিখুঁতভাবে নির্ভূল, কারন যীশু তাকে তার নাম ধরে ডেকে নিয়েছিলেন। অব্রাহামের কাছে যে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল তা যীশুর প্রচারিত সুসমাচারের সাথে সম্পূর্ন সামঞ্জস্য পূর্ণ বিধায় পৌলের ঐ চিন্তা অবশ্যই সঠিক হওয়া উচিত। আর এটাই পৃথিবীর ওপর মানুষের সাথে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হ্যাঁ, এসব মুল বিষয়গুলিই বাইবেলের মৌলিক আলোচ্য বিষয়।

তাহলে আমরা আবার এ প্রশ্নটি আনতে পারি যে কেন মানুষ এসব মূল্যবান বিষয় বুঝতে পারলনা ? বাইবেল যেহেতু পরিস্কারভাবে বলছে যে সে পৃথিবীর উপরেই পুরস্কৃত হবে তখন কেন মানুষ এই ধারনা পোষন করে যে ঈশ্বর তাকে স্বর্গে দেখতে চায় ? এই একই অধ্যায়ে পৌল তীমথিয়কে বলছেন যে, তিনি পুনরুত্থান, যীশুর ফিরে আসবার সময়'মুকুট' (পুরস্কার) লাভ করাবার ও তাঁর বিচার লাভে বিশ্বাস করেন। তিনি তীমথিয়কে এবিষয়েও সতর্ক করে দেন এখানে যে, অনেকেই থাকবে যারা যীশুতে বিশ্বাস করবে না। লক্ষ্য করুন ২য় তীমথিয় ৪ঃ২-৪ পদগুলি "*তুমি বাক্য প্রচার কর, সময়ে অসময়ে কার্য্যে অনুরক্ত হও, সম্পূর্ন সহি--- তা ও শিক্ষাদান-পূর্বক অনুযোগ কর, ভৎর্সনা কর, চেতনা দাও। কেননা এমন সময় আসিবে, যে সময় লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য করিবে না, কিন্তু কান চুলকানিবিশিষ্ট হইয়া আপন আপন অভিলাষ অনুসারে আপনাদের জন্য রাশি রাশি গুরু ধরিবে, এবং সত্য হইতে কান ফিরাইয়া গল্পের দিকে বিপথে যাইবে*"।

মানুষ দেখা যাচ্ছে এমনটি আগেই ছিল। সেটাই বিশ্বাস করতে চাইত যেটা তাদের জন্য সুবিধাজনক ছিল। তারা সবসময়ই নিজেদের সুবিধাজনক পথে চলতে চাইত। বাস্তবিক পক্ষে তারা এমনকি এমনসব স্বপ্ররোচিত আইন-কানুন নিজেদের জন্য অনুমোদন করত যেগুলি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে চরম ঘৃনার বিষয় ছিল। এগুলি কি এমন কোন আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল যা তাদের বর্তমান জীবনযাপন প্রনালীকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল এবং ঈশ্বরের প্রিয়তম বাধ্য পুত্র যে পৃথিবীর উপর রাজত্ব করবে সেই বিশ্বব্যাপী রাজ্যের উপর কি তাদের সেই আইন-কানুন চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল ?

তাহলে রক্ষা পাবার জন্য আমাদের কি করতে হবে ?

ঈশ্বরের রাজ্যের অংশীদার হওয়ার জন্য প্রত্যেকের এবিষয়টি জানা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন বিষয় যে সেই রাজ্যের জন্য তাদের কি করা উচিত। আর একটি বার আমরা আপনাকে আমন্ত্রন জানাবো গালাতীয়দের কাছে লেখা পত্রের তৃতীয় অধ্যায়টি মনোযোগ দিয়ে পড়তে। পড়তে পড়তে আমরা অবশ্যই এটি স্মরন করতে পারব যে, এই পত্রটি লেখার আসল উদ্দেশ্য ছিল যে, বিশ্বাসীরা মোশীর সাথে করা ঈশ্বরের চুক্তির সাথে যীশুর শিক্ষার সম্পর্কে বুঝতে আরও সক্ষমতা লাভ করেন। এই প্রক্রিয়ার মাঝেই পৌল, সুসমাচার ও পুরাতন নিয়মের সম্পর্ক-এর বিষয়ে পরিষ্কার শিক্ষা তুলে ধরেছেন, এবং বিশ্বাসীরা যদি সেই চুক্তির অনুগ্রহের অধীনে প্রবেশ করতে চান তবে যীশু তাদের কাছ থেকে কি কি আশা করেন সেবিষয়েও তিনি সুস্পষ্ট রূপরেখা দান করেছেন।

৩ঃ১৬ পদে এবিষয়ে আবার অবতারনা করে পৌল দেখাতে চেয়েছেন যে, অব্রাহামের সুনির্দিষ্ট যে উত্তরাধিকার বা বংশের মাধ্যমে সমস্ত প্রতিজ্ঞাগুলি পরিপূর্নতা লাভ করবে তিনি, প্রভূ যীশু খ্রীষ্ট। এরপর তিনি এবিষয়টি প্রমান করে দেখাতে চেয়েছেন, মোশীর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেগুলি ব্যবস্থা লাভের পর সে সব প্রতিজ্ঞা শেষ হয়ে যায়নি বা থেমে থাকেনি। তবে এই ব্যবস্থা হচ্ছে এমন বিষয় যা শিক্ষাগুরু হিসাবে যিহুদীদের খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসে। এখানে পৌল যাবার পর এই শিক্ষাগুরু বা ব্যবস্থার প্রয়োজন আর থাকে না। *"কারন তোমরা সকলে, খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা, ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছ;"* (২৬ পদ)। কোন প্রকার শর্ত ছাড়াই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যারা পরিত্রানে বিশ্বাস করেন তারা প্রায়ই এই পদটি উদাহরন হিসাবে উলেখ করে থাকেন। তবে পৌল পরবর্তী এই পদে এবিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই তার মতামত তুলে ধরেছেন। *"কারন তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ"* (২৭ পদ), আবার ২৯ পদে বলেছেন, *"আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী"*।

এই একটি অধ্যায়ে আমরা পাই পরিত্রানের পরিপূর্ন প্রতিজ্ঞা। অব্রাহামের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তা এখানেও ধরে রাখা হয়েছে। বর্তমান সময়েও আরো অনেক মানুষকে সেই প্রতিজ্ঞার অংশীদার হিসাবে ধরে রাখা হয়েছে। *"আজকের আহ্বান"* এর মাধ্যমে সেই প্রতিজ্ঞার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। সেই দিন অবশ্যই আসবে যখন যেসব লোকদেরকে আহ্বান করা হয়েছে, ফলে যারা সেই বংশের "উত্তরাধিকার" তারা সকল যুগের সকলেই একত্রিত হবে।

আর সেই বংশের মাধ্যমেই রক্ষা প্রাপ্তরা মনোনীত হবেন, এবং তাদের শেষ অবস্থা সম্পর্কে প্রেরিত পৌল বলেছেন, *"---- তাহাদের পরিনাম তাহাদের ক্রিয়ানুসারে হইবে"* (২ করিন্থীয় ১১ঃ১৫, এছাড়াও প্রকাশিত বাক্য ২০ঃ১২-১৩)। এভাবেই দানিয়েল ১২ অধ্যায়ে একদলের কথা আগাম বলা হয়েছে। মৃত ব্যক্তিরা যারা মৃত অবস্থাতেই থেকে যায়; তাদেরকে ঐসময়ে পুনরুত্থিত করে ডেকে আনা হবে। আর এই রক্ষাপ্রাপ্ত পুনরুত্থিতদের মাঝ থেকেই একজন উঠে আসবেন যিনি অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সাথে যুগ যুগ ধরে সেই রাজ্যের অধিকারী হবেন, যাঁর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মানুষ আর্শিবাদ প্রাপ্ত হবে।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও আমরা সেই সহজ সত্যের মাঝে

আমাদের এতক্ষনের আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ন প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে, তাহচ্ছে - সুসমাচার কি ? এই প্রশ্নটির উত্তর ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে যেসব প্রতিজ্ঞা করেছেন তার মধ্যে নিহিত, যা গালাতীয় ৩ অধ্যায়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব সহকারে উলেখ করা হয়েছে। আমরা এতক্ষনে নিশ্চয় এবিষয়টি আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছি যে, তাঁর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য ঈশ্বরীয় আর্শিবাদের মধ্যদিয়ে এই পৃথিবীর উপরে ধার্মিক ব্যক্তিদের রাজ্য হিসাবে "ঈশ্বরের

রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর এভাবেই সুসমাচার প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্ব ও এর তাবৎ ধার্মিক লোকদের জন্য নির্মিতব্য প্রকৃত ঈশ্বরের রাজ্যের সুখবরের সাথে জড়িত।

এবিষয়টিও প্রকাশ করা হয়েছে যে সেই রাজ্যের শাসনকর্তারা হবেন, "*রাজকীয় যাজকবর্গ*" (প্রকাশিত বাক্য ৫ঃ১০)। যাদেরকে ঈশ্বর এই দায়িত্ব পালনের আহ্বান করেছেন তারাই হবেন এই রাজকীয় যাজক। গালাতীয়ের ঐ একই অধ্যায়ে তাদের আহ্বানের স্বীকৃতি ও কিভাবে আহ্বান করা হয়েছে তারও স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

অব্রাহামের প্রতি ও তাঁর বংশধরদের প্রতি সকল আর্শিবাদের প্রতিজ্ঞাই হচ্ছে, সুসমাচার (গালাতীয় ৩ঃ৯)। গালাতীয় ৩ঃ১৬ পদ প্রমান করে দেখায় যে, সেই বংশধর বা উত্তরাধিকার হচ্ছেন, যীশু খ্রীষ্ট। তবে প্রতিজ্ঞাগুলি আরো অনেক বংশধর বা উত্তরাধিকারের কথাও বলে - কেন বলে ?

৩ অধ্যায়ের শেষ কয়েকটি পদে এই বহুমাত্রিক প্রশ্নের উত্তর ও আমাদের প্রতি এর আমন্ত্রন গ্রহনের কথা জানানো হয়েছে। "*কেননা তোমরা সকলে, খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছ;*" (২৬ পদ)। এখন একথা আমরা বুঝতে পারি এখানে প্রত্যেক মানুষকে সেই স্বর্গরাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। তবেও'সকলে' বলতে লেখক যাদের উদ্দেশ্যে তার চিঠিখানা লিখেছেন তাদের সবাইকে বুঝিয়েছেন।

গালাতীয় পত্রের প্রথম আমরা দেখি, লেখক পৌল, "গালাতীয় মন্ডলীর সমীপে" - এভাবে সম্বোধন করেছেন। ৬ পদটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এপত্রের দ্বারা সেই এক সুসমাচারের প্রতি গালাতীয়দেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে। গালাতীয়রা কিভাবে এই আহ্বানের সাড়া দিয়েছিল ? ৩ অধ্যায়ের ২৭ পদ এবিষয়ে আলোচনা চালিয়ে গেছে "*কারন তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ*"। পরবর্তী পদটি আবার ছড়িয়ে গেছে সকল বর্ন-গোত্র-লৈঙ্গিক ও শ্রেণীর (অর্থনৈতিক) সীমাবদ্ধতাকে - "*যিহুদী কি গ্রীক আর হইতে পারে না দাস কি আর স্বাধীন হইতে পারে না, নর ও নারী আর হইতে পারে না কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে আমরা সকলেই এক। আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশে, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী*"।

সংক্ষিপ্তভাবে পেছনের আলোচনার দিকে ফিরে তাকানো যাক, এটি আসলে উপসংহার হতে পারে সুসমাচার হচ্ছে,

১. অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী হওয়াই আসল লক্ষ্য। আর আগের আলোচনাগুলিতে এটাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। পৃথিবীর উপরের সকল মানুষের জন্য এটাই ঈশ্বরের চুড়ান্ত লক্ষ্য।

২. উত্তরাধিকার হওয়ার জন্য প্রত্যেককে অবশ্যই অব্রাহামের বংশজাত হতে হবে।

৩. অব্রাহামের বংশজাত হওয়ার জন্য প্রত্যেককে অবশ্যই খ্রীষ্টের লোক হতে হবে - অর্থাৎ প্রত্যেককে অবশ্যই "*খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস*" আনতে হবে।

৪. খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস আনার বাহ্যিক প্রকাশ হচ্ছে জলে ডুবিয়ে (সম্পূর্নভাবে ডুবিয়ে) বাপ্তিস্ম নিতে হবে। এবিষয়টির উপর গুরুত্ব দেবার জন্য যীশু নিজে (মার্ক ১৬ঃ১৫-১৬) তাঁর শিষ্যদের বলেছেন- "*আর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর, যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রান পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দন্ডাজ্ঞা* (মৃত্যুর শাস্তি) *করা যাইবে*"। রোমীয় ৬ পদ দেখায় যে বাপ্তিস্ম বলতে জলে সম্পূর্নভাবে ডুবিয়ে দেওয়া বলে।

সুতরাং আমরা দেখলাম, বহুমাত্রিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে যারা খ্রীষ্টের দ্বারা পরিত্রানপ্রাপ্ত বা রক্ষাপ্রাপ্ত, তারা তাঁর মাধ্যমেই একক হিসাবে সেই বংশজাত এবং তাদের প্রত্যেকেই অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞার সুত্রে একক উত্তরাধিকার।

এবার একটু দেখা যাক যে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ইতিমধ্যেই কতখানি পরিপূর্নতা লাভ করেছে। ইস্রায়েল জাতি তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে - যে দেশ দেবার জন্য ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আজকের বিশ্ব দ্বন্দ-সংঘাত ও বিশৃংখলা-অশান্তির চোরাবালিতে আটকিয়ে ক্রমশঃ যে পতনমূখী নিম্নগামী। কিন্তু সেই সব লোকদের দায়িত্ব নেবার জন্য এগিয়ে আসবার আহ্বান জানাচ্ছেন যারা এই পৃথিবীর উপর তাঁর প্রতিষ্ঠিতব্য রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহান দায়িত্ব পালন করবেন। সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলে বর্তমানের অশান্তিময় জীবন যাপন একেবারে শেষ হয়ে যাবে। লূক ২১ অধ্যায়টি পড়ুন - যীশু খ্রীষ্টের সময়ে করা একটি ভবিষ্যতবানীর বিষয় সেই সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে। ২৫-২৬ পদে বলা ভাববানীর বিষয়টি আজকেও বলা হচ্ছে। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় যদি আমাদেরকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের উচিত ৩৬ পদে যাদের কথা উলেখ করা হয়েছে তাদের মত দায়িত্ব বা অবস্থান বুঝে নেওয়া।

দানিয়েল ২ অধ্যায়টি পড়ুন - এই ভাববানীতে আমাদের অবস্থান বা দায়িত্ব ৪২ পদ থেকে শুরু করে ৪৪ পদের শুরু পর্যন্ত; "*---- আর সেই রাজগনের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন*"। এরপর এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা লাভ ও স্থায়ীত্ব কেমন হবে এই পৃথিবীর উপর তা ৪৪ পদে স্মরন করিয়ে দেওয়া হয়েছে। "*---- তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজত্ব অন্য ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হইবে না; তাহা ঐসকল রাজ্য চুর্ন ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে*"।

আমরা এই পৃথিবীর বাস্তব অবস্থার সাথেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে সম্পর্কযুক্ত করেছি। দানিয়েলের ভাববানীটি করা হয়েছিল প্রায় ২৬০০ বছর আগে। এরপর আমরা চারটি বিশাল পরাক্রমী রাজ্য দেখেছি, কিন্তু সেগুলি সবই এখন ইতিহাস মাত্র। আমাদের আজকের বিশ্বেও যে সন্ত্রাসময়-বিশৃংখলা অবস্থা ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপনের পর তার অস্তিত্ব থাকবে না। বহুবছর আগে দানিয়েল যা যা বলেছিলেন সেগুলিকেই যীশু স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহনযোগ্য করেছেন লূক ২১ অধ্যায়ে।

এখন এসব বিষয়ে আপনার করনীয় কি বলে ভাবছেন আপনি ? পরিত্রান আসলে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনার ধার্মিক মা-বাবা অথবা এমন আপনজন কারো কারনে আপনি সেই স্বপ্নের স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না। এটা প্রধানত আপনার নিজের ও ঈশ্বরের বিষয় এবং তারপর যীশু খ্রীষ্টের মহান প্রায়শ্চিত্তার্থক উৎসর্গের মাধ্যমে তাঁরই মহা অনুগ্রহ লাভ।

আপনার নিজের বাইবেলটি পড়ুন। আমরা যেসব পদ নিয়ে আলোচনা করেছি। এবং অন্য যেসব বাস্তব অবস্থাগুলির উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন নির্ভর করে সেগুলি সঠিকভাবে যাচাই করুন। তারপর আপনার উচিত অবশ্যই সেভাবে আচরন করা যেমন উপলব্ধি বা অনুভূতি ঐসব মহান প্রতিজ্ঞা আপনার অন্তরে এনে দেয়, কারন - "*---- বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়*" (ইব্রীয় ১১ঃ৬)।

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
পি ও বক্স নং১৭১১২, টলিগঞ্জ এইচ. ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

The Simple Truth
by Gordon Pearson

Published by:

Christadelphian Bible Students
P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

PO Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkatta – 700033, **India**

This booklet is translated and published with the kind permission of
Printland Publishers, G.P.O. Box 159, Hyderabad, 500 001, India.